সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭

(১৮৭৭ সনের ১ নং আইন)

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম খণ্ড

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

স্থানীয় অধিক্ষেত্র

প্রবর্তন

২। [বিলুপ্ত]

৩। ব্যাখ্যামূলক দফা

চুক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত শব্দসমূহ

৪। হেফাজত

৫। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কিভাবে প্রদান করা হয়

৬। প্রতিরোধমূলক প্রতিকার

৭। দণ্ডমূলক আইন কার্যকর করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর না করা

দ্বিতীয় খণ্ড

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার

প্রথম অধ্যায়

সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার

(ক) স্থাবর সম্পত্তির দখল

৮। সুনির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার

৯। স্থাবর সম্পত্তি হইতে দখলচ্যুত ব্যক্তি কর্তৃক মামলা

(খ) অস্থাবর সম্পত্তির দখল

১০। সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার

১১। তাৎক্ষণিক দখলের অধিকারী ব্যক্তির নিকট দখল অর্পণের বিষয়ে মালিক ব্যতীত অন্য দখলকারী ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন

(ক) যে চুক্তিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে

১২। যে সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকরযোগ্য

১৩। যে চুক্তির বিষয়বস্তু আংশিকভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে

১৪। চুক্তির অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন, যেখানে অসম্পাদিত অংশ ক্ষুদ্র

১৫। চুক্তির অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন, যেখানে অসম্পাদিত অংশ বৃহত্তর

১৬। চুক্তির স্বতন্ত্র অংশের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন

১৭। অন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তির অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা

১৮। ত্রুটিপূর্ণ স্বত্ব সম্পন্ন বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার অধিকার

১৯। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরের ক্ষমতা

২০। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের প্রতিবন্ধক নহে

(খ) যে চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২১। যে চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিবার যোগ্য নহে

(গ) আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা সংক্রান্ত-

২১ক। বিক্রয়ের জন্য অনিবন্ধিত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২২। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি প্রদানের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা

(ঘ) যাহাদের ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে

২৩। যাহারা সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাইতে পারেন

(ঙ) যাহাদের ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২৪। প্রতিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা

২৫। স্বত্ব নাই এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অথবা স্বেচ্ছায় বসতকারী (সেটলার) কর্তৃক সম্পত্তির বিক্রয় চুক্তি

(চ) পরিবর্তন ছাড়া যাহাদের ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২৬। পরিবর্তন ছাড়া অকার্যকরকরণ

(ছ) যাহাদের বিরুদ্ধে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায়

২৭। পক্ষগণ এবং তাহাদের নিকট হইতে পরবর্তী স্বত্বের দাবিদার ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রতিকার

২৭ক। ইজারা চুক্তির আংশিক সম্পাদনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন

(জ) যাহাদের বিরুদ্ধে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২৮। যে পক্ষগণকে কার্য সম্পাদনে বাধ্য করা যায় না

(ঝ) সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের মামলা খারিজ হইবার ফলাফল

২৯। খারিজের পর চুক্তিভঙ্গের মামলা দায়েরে প্রতিবন্ধকতা

(ঞ) পত্তন কার্যকর করিবার রায় এবং নির্দেশাবলি

৩০। পত্তন কার্যকর করিবার জন্য রায় এবং উইলে প্রদত্ত নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ধারাসমূহের প্রয়োগ

তৃতীয় অধ্যায়

দলিল সংশোধন

৩১। যখন দলিল সংশোধন করা যাইবে

৩২। পক্ষগণের ইচ্ছা সম্পর্কে অনুমান

৩৩। সংশোধনের নীতিসমূহ

৩৪। সংশোধিত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরকরণ

চতুর্থ অধ্যায়

চুক্তি রদ

৩৫। বিচারপূর্বক রদ

৩৬। ভুলের জন্য রদ

৩৭। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলায় বিকল্প হিসাবে রদের প্রার্থনা

৩৮। আদালত রদকারী পক্ষকে ন্যায়পরায়ণতা করিবার আদেশ করিতে পারিবে

পঞ্চম অধ্যায়

দলিল বাতিল

৩৯। যখন বাতিলের আদেশ প্রদান করা যাইবে

৪০। যখন দলিল আংশিকভাবে বাতিল করা যাইবে

৪১। যে পক্ষের জন্য দলিল বাতিল করা হইয়াছে সেই পক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশদানের ক্ষমতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘোষণামূলক ডিক্রি

৪২। মর্যাদা বা অধিকার ঘোষণা সম্পর্কে আদালতের সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা

এইরূপ ঘোষণার প্রতিবন্ধকতা

৪৩। ঘোষণার ফলাফল

সপ্তম অধ্যায়

রিসিভার নিয়োগ

৪৪। রিসিভার নিয়োগ ইচ্ছাধীন

দেওয়ানি কার্যবিধির উল্লেখ

অষ্টম অধ্যায়

[বিলুপ্ত]

তৃতীয় খণ্ড

প্রতিরোধমূলক প্রতিকার

নবম অধ্যায়

সাধারণ নিষেধাজ্ঞা

৫২। প্রতিরোধমূলক প্রতিকার যেভাবে মঞ্জুর করা হয়

৫৩। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

দশম অধ্যায়

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

৫৪। যখন চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয়

৫৫। আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞা

৫৬। যখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা হয়

৫৭। নেতিবাচক চুক্তি প্রতিপালনে নিষেধাজ্ঞা

তপশিল [বিলুপ্ত]

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭

(১৮৭৭ সনের ১ নং আইন)

[৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭]

***নির্দিষ্ট শ্রেণির সুনির্দিষ্ট প্রতিকার সংক্রান্ত আইনের সংজ্ঞা প্রদান ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।**

প্রস্তাবনা

যেহেতু দেওয়ানি মামলায় অর্জনযোগ্য নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রতিকার সংক্রান্ত আইনের সংজ্ঞা প্রদান ও সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম খণ্ড

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই আইন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ নামে অভিহিত হইবে।

স্থানীয় অধিক্ষেত্র।- এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

প্রবর্তন।- এবং ইহা পহেলা মে, ১৮৭৭ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। বিলুপ্ত।- [সংশোধন আইন, ১৮৯১ (১৮৯১ সনের ১২ নং আইন)] দ্বারা বিলুপ্ত।]

৩। ব্যাখ্যামূলক দফা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

"বাধ্যবাধকতা" অর্থে আইন দ্বারা বলবতযোগ্য প্রতিটি কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"ট্রাস্ট" অর্থে প্রত্যেক প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অনুমিত বিশ্বাসপূর্বক ন্যস্ত মালিকানা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"ট্রাস্টি" অর্থে এইরূপ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যিনি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা আনুমিতভাবে বিশ্বাসপূর্বক ন্যস্ত মালিকানার অধিকারী।

উদাহরণ

(ক) খ ক-কে এই শর্তে জমি দান করেন যে, "তিনি নিঃসন্দেহে খ জীবিত থাকা পর্যন্ত তাহাকে উক্ত জমি হইতে বাৎসরিক ১০০০ টাকা বৃত্তি দিবেন"। ক এই দান গ্রহণ করেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে ক বার্ষিক বৃত্তির সীমা পর্যন্ত খ-এর ট্রাস্টি।

(খ) ক খ-এর আইনগত, চিকিৎসাগত অথবা আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা। উপদেষ্টা হিসাবে তাহার এই অবস্থার সদ্ব্যবহার করিয়া ক কিছু আর্থিক সুবিধা অর্জন করেন, যাহা অন্যভাবে খ অর্জন করিতে পারিতেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে এইরূপ সুবিধার বিষয়ে ক খ-এর ট্রাস্টি।

(গ) খ-এর ব্যাংকার হিসাবে ক তাহার নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য খ-এর হিসাবের অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে এইরূপ প্রকাশের ফলে ক যে সুবিধা অর্জন করিয়াছে, তাহার জন্য ক খ-এর ট্রাস্টি।

---

* এই আইনে সর্বত্র, ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, যথাক্রমে, "রুপি" বা "আরএস", "পাকিস্তান", "কেন্দ্রীয় সরকার বা যে কোনো প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "টাকা", "বাংলাদেশ" এবং "সরকার" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) ক, কতিপয় ইজারাধীন জমির রেহেনগ্রহীতা, নিজের নামে ইজারা নবায়ন করেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে মূল ইজারার সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জন্য ক নবায়নকৃত ইজারার একজন ট্রাস্টি।

(ঙ) কতিপয় অংশীদারের একজন হিসাবে ক-কে ফার্মের মালামাল ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত করা হয়। ক তাহার অন্যান্য সহ-অংশীদারের অজ্ঞাত বাজার দরে এইরূপ পণ্য সরবরাহ করেন, যাহা ক, বাজারদর যখন কম ছিল, তখন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং এইভাবে তিনি উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে এইভাবে অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে, ক অন্যান্য সহ-অংশীদারের জন্য ট্রাস্টি।

(চ) ক, খ-এর নীল কারখানার ম্যানেজার, নীল বীজ বিক্রেতা গ-এর প্রতিনিধি হন এবং খ-এর সম্মতি ছাড়াই কারখানার জন্য গ-এর নিকট হইতে ক্রয় করা নীল বীজের উপর কমিশন গ্রহণ করেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে এইভাবে গৃহীত কমিশনের ক্ষেত্রে ক খ-এর ট্রাস্টি।

(ছ) খ ইতঃপূর্বে যে জমি ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন সেই কথা জানিয়াও ক উক্ত জমি ক্রয় করেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে উক্তরূপ ক্রয় করা জমির ক্ষেত্রে ক খ-এর ট্রাস্টি।

(জ) জমিতে গ-এর দখল আছে ইহা জানিয়াও ক, খ-এর নিকট হইতে জমি ক্রয় করেন। ক জমিতে গ-এর স্বত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো তদন্ত করিবার বিষয়টি উপেক্ষা করেন। এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে এইরূপ স্বত্বের সীমা পর্যন্ত ক গ-এর ট্রাস্টি।

"পত্তন" অর্থ [১][উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫] এর সংজ্ঞা অনুসারে উইল বা উইলের ক্রোড়পত্র ব্যতীত এইরূপ দলিল যাহার দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিতে ধারাবাহিক স্বার্থের লক্ষ্য বা প্রতিগমন নির্ধারণ করা হয় বা নির্ধারণ করিবার সম্মতি প্রদান করা হয়।

চুক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত শব্দসমূহ। এবং এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দের সংজ্ঞা, চুক্তি আইন, ১৮৭২ এ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, সে সকল শব্দ উক্ত আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। হেফাজত।- এই আইনে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আইনের কোনো কিছুই-

(ক) চুক্তি নহে এইরূপ সম্মতি সম্পর্কে প্রতিকারের কোনো অধিকার প্রদান করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না;

(খ) কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন ছাড়া কোনো প্রতিকারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না, যাহা তিনি কোনো চুক্তির অধীন লাভ করিতেন; অথবা

(গ) দলিলের উপর [২][নিবন্ধন আইন, ১৯০৮] এর প্রয়োগকে প্রভাবিত করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না।

৫। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কিভাবে প্রদান করা হয়।- সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদান করা হয়-

(ক) নির্দিষ্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণপূর্বক উহা দাবিদারকে প্রদানের মাধ্যমে;

(খ) কোনো পক্ষকে কোনো কাজ করিতে বাধ্য করিবার আদেশ প্রদানের মাধ্যমে যাহা তিনি করিতে বাধ্য;

(গ) কোনো পক্ষকে কোনো কাজ করা হইতে বিরত রাখিবার মাধ্যমে যাহা তিনি করিতে বাধ্য নহেন;

(ঘ) ক্ষতিপূরণের রায় প্রদান ব্যতীত অন্যভাবে পক্ষগণের অধিকার নির্ণয় এবং ঘোষণার মাধ্যমে; অথবা

---

[১] ''ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন'' শব্দগুলির পরিবর্তে "উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ''ভারতীয় নিবন্ধন আইন'' শব্দগুলির পরিবর্তে "নিবন্ধন আইন, ১৯০৮" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঙ) রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে।

৬। প্রতিরোধমূলক প্রতিকার।- ধারা ৫ এর দফা (গ) এর অধীন মঞ্জুরিকৃত সুনির্দিষ্ট প্রতিকারকে প্রতিরোধমূলক প্রতিকার বলা হয়।

৭। দন্ডমূলক আইন কার্যকর করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর না করা।- শুধু দন্ডমূলক আইন কার্যকর করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা যাইবে না।

দ্বিতীয় খন্ড

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার

প্রথম অধ্যায়

সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার

(ক) স্থাবর সম্পত্তির দখল

৮। সুনির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার।- সুনির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি দখলের অধিকারী ব্যক্তি উহা দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

৯। স্থাবর সম্পত্তি হইতে দখলচ্যুত ব্যক্তি কর্তৃক মামলা।- যদি কোনো ব্যক্তি তাহার অসম্মতিতে যথাযথ আইনগত পন্থা ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হন, তাহা হইলে, তিনি অথবা তাহার মাধ্যমে দাবিদার কোনো ব্যক্তি, মামলার মাধ্যমে তাহার দখল পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, যদিও এইরূপ মামলায় তিনি অপর কোনো স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন।

এই ধারার কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তিকে এইরূপ সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে এবং দখল পুনরুদ্ধার করিতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

এই ধারার অধীন সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

এই ধারা অনুসারে দায়েরকৃত কোনো মামলায় প্রদত্ত কোনো আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাইবে না, অথবা এইরূপ কোনো আদেশ বা ডিক্রি পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যাইবে না।

(খ) অস্থাবর সম্পত্তির দখল

১০। সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার।- সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তির দখলের অধিকারী ব্যক্তি উহা দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ১- এই ধারা অনুসারে একজন ট্রাস্টি, যাহার জন্য ট্রাস্টি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার কল্যাণার্থে তাহার অধিকার রহিয়াছে এইরূপ অস্থাবর সম্পত্তি দখল প্রাপ্তির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ২- সম্পত্তির বর্তমান দখলের জন্য বিশেষ বা অস্থায়ী অধিকারই এই ধারার অধীন মামলা দায়েরের সমর্থনে যথেষ্ট হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক, খ-কে জীবনকালের জন্য জমি দান করেন এবং গ-কে পরবর্তী অধিকারী করেন। ক মৃত্যুবরণ করেন। খ জমিতে প্রবেশ করেন কিন্তু গ, খ-এর সম্মতি ছাড়াই স্বত্ব সম্পর্কিত দলিলসমূহের দখল গ্রহণ করেন। গ-এর নিকট হইতে খ সেইগুলি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

(খ) ক একটি ঋণের জন্য খ-এর নিকট নির্দিষ্ট কিছু অলঙ্কার বন্ধক রাখেন। হস্তান্তর করিবার অধিকারী হইবার পূর্বেই খ সেইগুলো হস্তান্তর করেন। ক ঋণের অর্থ পরিশোধ না করিয়া বা পরিশোধের জন্য জমা প্রদান না করিয়া অলঙ্করাদির দখলের জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি খারিজ হইবে; কেননা অলঙ্কারাদির নিরাপদ হেফাজতের জন্য তাহার যে অধিকারই থাকুক না কেন ক উহাদের দখল পাইবার অধিকারী নহেন।

(গ) ক তাহার নিকট খ কর্তৃক লিখিত একটি চিঠি গ্রহণ করেন। ক-এর সম্মতি ছাড়াই খ চিঠিটি ফিরাইয়া দেন। উক্ত চিঠিতে ক-এর এইরূপ স্বত্ব রহিয়াছে, যাহা তাহাকে খ-এর নিকট হইতে চিঠিটি পুনরুদ্ধার করিবার অধিকারী করে।

(ঘ) ক নিরাপদ হেফাজতের জন্য খ-এর নিকট বই এবং কাগজপত্র জমা রাখেন। খ সেইগুলো হারাইয়া ফেলেন, এবং গ সেইগুলো পান, কিন্তু খ দাবি করিলে, গ সেইগুলো প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। খ গ-এর নিকট হইতে, গ-এর অধিকার সাপেক্ষে, যদি থাকে, চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৬৮ এর অধীন উহা পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

(ঙ) ক, একজন গুদামরক্ষক, গ-এর নিকট কিছু পণ্য সরবরাহ করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাহা ক-এর দখল হইতে খ গ্রহণ করেন। ক খ-এর বিরুদ্ধে পণ্যের জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১১। তাৎক্ষণিক দখলের অধিকারী ব্যক্তির নিকট দখল অর্পণের বিষয়ে মালিক ব্যতীত অন্য দখলকারী ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব।- কোনো অস্থাবর সম্পত্তির অংশবিশেষ দখলকারী অথবা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে, যাহার তিনি মালিক নহেন, নিম্নবর্ণিত যে কোনো ক্ষেত্রে, তাৎক্ষণিক দখলের অধিকারী ব্যক্তির নিকট সুনির্দিষ্টভাবে অর্পণ করিবার জন্য বাধ্য করা যাইবে:-

(ক) যখন দাবিকৃত বস্তু বিবাদির নিকট দাবিদারের ট্রাস্টি বা এজেন্ট হিসাবে রাখা হয়;

(খ) যখন আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে দাবিদারের দাবিকৃত বস্তুর ক্ষতির পর্যাপ্ত প্রতিকার বিধান করা যায় না;

(গ) যখন অনিষ্টের ফলে সাধিত ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কষ্টকর;

(ঘ) যখন দাবিকৃত বস্তুর দখল দাবিদারের নিকট হইতে ভুলভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

উদাহরণ

দফা (ক) এর-

ক, ইউরোপে যাওয়ার প্রাক্কালে, তাহার আসবাবপত্র, তাহার অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য এজেন্ট হিসাবে খ-এর জিম্মায় রাখিয়া যান। খ, ক-এর প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াই, আসবাবপত্রগুলো গ-এর নিকট বন্ধক রাখেন এবং গ, খ-এর আসবাবপত্র বন্ধক দেওয়ার ক্ষমতা নাই জানিয়াও সেইগুলি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদান করেন। গ-কে ক-এর নিকট উক্ত আসবাবপত্র অর্পণ করিতে বাধ্য করা যাইবে, কারণ তিনি ক-এর ট্রাস্টি হিসাবে উহা রাখিয়াছিলেন।

দফা (খ) এর-

খ, ক-এর পরিবারের মালিকানাধীন একটি মূর্তির দখল পান, ক যাহার যথাযথ তত্ত্বাবধায়ক ক-এর নিকট মূর্তিটি অর্পণ করিতে খ-কে বাধ্য করা যাইবে।

দফা (গ) এর-

ক একজন মৃত চিত্রকরের একটি চিত্র এবং একজোড়া দুস্প্রাপ্য চীনামাটির কারুকার্যখচিত পাত্রের অধিকারী। সেইগুলি খ-এর দখলে রহিয়াছে। এই জিনিসগুলো এইরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে উহাদের বাজার দর নির্ণয় করা কঠিন। ক-এর নিকট এইগুলো অর্পণ করিবার জন্য খ-কে বাধ্য করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন

(ক) যে চুক্তিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে

১২। যে সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকরযোগ্য।- এই অধ্যায়ে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, যে কোনো চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কার্যকর করা যাইবে-

(ক) যখন চুক্তিভুক্ত কার্য সম্পাদন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একটি ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত হয়;

(খ) যখন [১][***] চুক্তিভুক্ত কার্য সম্পাদন না করিলে প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষতি সাধিত হইবে উহা নির্ণয় করিবার কোনো মানদণ্ড নাই;

(গ) যখন চুক্তিভুক্ত কাজটি এইরূপ হয় যে, উহা সম্পাদন না করিয়া আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রতিকার পাওয়া যায় না;

(ঘ) যখন চুক্তিভুক্ত কার্য সম্পাদন না করিবার জন্য কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ব্যাখ্যা- ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, আদালত অনুমান করিবে যে, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তি ভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সম্ভব নহে, এবং অনুমান করিবে যে, অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সম্ভব।

উদাহরণ

[২][* * *]

দফা (খ) এর-

খ একজন মৃত চিত্রকরের একটি চিত্র এবং দুইটি সুষ্প্রাপ্য কারুকার্যখচিত চীনামাটির পাত্র বিক্রয় করিতে সম্মত হন এবং ক উহা ক্রয় করিতে সম্মত হন। ক, খ-কে এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে বাধ্য করিতে পারিবেন, কারণ কার্য সম্পাদন না করিলে প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষতি হইবে উহা নির্ণয় করিবার কোনো মানদণ্ড নাই।

দফা (গ) এর-

ক, খ-এর নিকট একটি বাড়ি ১,০০০ টাকায় বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। খ বিক্রয়মূল্য প্রদান করিলে, বাড়ির হস্তান্তর লাভের জন্য, ক-এর প্রতি নির্দেশ সম্বলিত একটি ডিক্রি পাইবার অধিকারী।

অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে উহার উপর আরোপিত কতিপয় বাধ্যবাধ্যকতা হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে একটি রেলপথ কোম্পানি খ-এর সহিত, রেলপথ দ্বারা বিচ্ছিন্ন খ-এর জমির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য রেলপথের মধ্য দিয়া একটি আর্চওয়ে নির্মাণ, কতিপয় নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট বার্ষিক অর্থ প্রদান এবং চুক্তিতে যেরূপে বর্ণিত রইয়াছে সেইরূপে একটি সাইডিং এবং একটি প্লাটফরম নির্মাণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। খ এই চুক্তিটি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরকরণের অধিকারী; কারণ ইহার সুনির্দিষ্ট সম্পাদনে খ-এর যে স্বার্থ উহা শুধু অর্থ দ্বারা পর্যাপ্তভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায় না: এবং আদালত আর্চওয়ে, রাস্তা, সাইডিং এবং প্লাটফরম নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে।

---

১ "তাহাদের" শব্দের পরিবর্তে ইংরেজি শব্দ "there" বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল বলে প্রতিস্থাপিত।

২ "দফা (ক) এর" বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

ক বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট সংখ্যক রেলপথের শেয়ার বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন এবং খ উহা ক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। ক বিক্রয় সম্পন্ন করিতে অস্বীকার করেন। খ এই চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য ক-কে বাধ্য করিতে পারিবেন; কারণ শেয়ারগুলি সংখ্যার দিক হইতে সীমাবদ্ধ এবং সেইগুলি সবসময় বাজারে পাওয়া যায় না, এবং সেইগুলির দখল একজন শেয়ার হোল্ডারের মর্যাদা বহন করে, যাহা অন্যভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়।

ক, খ-এর জন্য একটি ছবি আঁকার বিষয়ে খ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন এবং খ ছবিটি আঁকার জন্য ১,০০০ টাকা প্রদানে সম্মত হন। ছবিটি আঁকা হয়। খ ১,০০০ টাকা প্রদান করিয়া বা প্রদানের নিমিত্তে জমাদানপূর্বক ছবিটি পাইবার অধিকারী।

দফা (ঘ) এর-

ক পৃষ্ঠাঙ্কন ছাড়া কিন্তু মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে খ-এর নিকট একটি প্রত্যর্থপত্র হস্তান্তর করেন। ক দেউলিয়া হইয়া পড়েন এবং গ স্বত্বনিয়োগী নিযুক্ত হন। খ, গ-কে পত্রটির পৃষ্ঠাঙ্কন করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। কারণ গ ক-এর দায়-দায়িত্বের অধিকারী হইয়াছেন, এবং পত্রটির পৃষ্ঠাঙ্কন না করিবার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ডিক্রি অর্থহীন হইবে।

১৩। যে চুক্তির বিষয়বস্তু আংশিকভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে।- চুক্তি আইনের ধারা ৫৬ এ যাহা কিছুই থকুক না কেন, চুক্তি সম্পাদনের সময় অস্তিত্ব ছিল কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনকালে আংশিক বিলুপ্ত হইবার কারণে চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব নহে।

উদাহরণ

(ক) ক একটি বাড়ি এক লক্ষ টাকায় খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি সম্পন্ন করিবার পরদিন ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। ক্রয়মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে খ-কে চুক্তিতে উহার অংশের অর্থ সম্পাদনে বাধ্য করা যাইবে।

(খ) নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে খ-কে সারা জীবনের জন্য বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের জন্য ক চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি সম্পন্ন করিবার পরদিন খ তাহার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া মারা যান। খ-এর প্রতিনিধিকে এই অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা যাইবে।

১৪। চুক্তির অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন, যেখানে অসম্পাদিত অংশ ক্ষুদ্র।- যেখানে চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষ তাহার নিজের অংশের সম্পূর্ণ কার্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ কিন্তু যে অংশ অসম্পাদিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় সম্পূর্ণ অংশের তুলনায় উহা মূল্যের দিক হইতে ক্ষুদ্র এবং উহার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ যথাযথ, সেইক্ষেত্রে আদালত যে কোনো পক্ষের মামলার প্রেক্ষিতে চুক্তির যতটুকু সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায়, ততটুকুর সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিয়া বাকিটুকুর জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক ১০০ বিঘার এক খন্ড জমি খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, ক ৯৮ বিঘা জমির মালিক এবং বাকি ২ বিঘা জমি একজন অপরিচিত ব্যক্তির, যিনি তাহার অংশ বিক্রয় করিতে অস্বীকৃতি জানান। এই ২ বিঘা, ৯৮ বিঘা জমির ব্যবহার বা ভোগদখলের জন্য যেমন প্রয়োজন নহে তেমনি ব্যবহারিক ভোগের জন্য এইরূপ আবশ্যকও নহে যে, এর ক্ষতির ফলে সাধারণ প্রতিকার আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পর্যাপ্তভাবে করা যাইবে না। খ মামলা করিলে ক-কে ৯৮ বিঘা জমি খ-এর নিকট হস্তান্তর করিবার এবং অবশিষ্ট ২ বিঘা হস্তান্তর না করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়া যাইবে; অথবা ক মামলা করিলে খ-কে উক্ত জমির হস্তান্তর এবং দখল গ্রহণ করিয়া বাকি জমির জন্য মঞ্জুরকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ বাদ দিয়া চুক্তি অনুসারে ক্রয়মূল্য ক-কে অর্পণ করিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে।

(খ) দুই লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ের একটি চুক্তিতে দুই পক্ষই সম্মত হন যে, আসবাবপত্রের অংশবিশেষের মূল্য নির্ধারণ করিয়া নেওয়া হইবে। আসবাবপত্রের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে পক্ষগণ

একমত হইতে অসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও আদালত চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং মামলায় আসবাবপত্রের মূল্য নির্ধারণ করিয়া উহা সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে অথবা শুধুমাত্র বাড়ির বিষয়েই ডিক্রিটি সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিবে।

১৫। চুক্তির অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন, যেখানে অসম্পাদিত অংশ বৃহত্তর।- যেখানে চুক্তিবদ্ধ একটি পক্ষ চুক্তিতে তাহার অংশের সম্পূর্ণ কার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হন এবং যে অংশটি অসম্পাদিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় উহা সম্পূর্ণ কাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয় অথবা ইহার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ যথাযথ না হয়, তাহা হইলে তিনি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি পাইবার অধিকারী হইবেন না, কিন্তু আদালত অপরপক্ষের মামলার প্রেক্ষিতে চুক্তি ভঙ্গকারী পক্ষকে তাহার পক্ষে চুক্তির যতটুকু অংশ সম্পাদন করা সম্ভব, ততটুকু অংশ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন, যদি বাদিপক্ষ আরও কার্য সম্পাদনের দাবি পরিত্যাগ করেন, এবং কার্য সম্পাদনে ত্রুটির জন্য অথবা বিবাদি কর্তৃক চুক্তিভঙ্গের কারণে সাধিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রাপ্য সকল ক্ষতিপূরণের অধিকার পরিহার করেন।

উদাহরণ

(ক) ক ১০০ বিঘার এক খণ্ড জমি খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ক মাত্র ৫০ বিঘা জমির মালিক এবং অন্য ৫০ বিঘার মালিক একজন অপরিচিত ব্যক্তি যিনি তাহার জমি বিক্রয় করিতে অস্বীকৃতি জানান। ক, খ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি পাইতে পারেন না; কিন্তু খ যদি স্বীকৃত মূল্য প্রদানে ইচ্ছুক হয় এবং ক-এর অবহেলা বা চুক্তিভঙ্গের কারণে তাহাকে যে ক্ষতি বহন করিতে হইতেছে উহার ক্ষতিপূরণে পাইবার সকল অধিকার পরিত্যাগ করিয়া ক-এর মালিকানাধীন ৫০ বিঘা জমি গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে খ ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া ৫০ বিঘা জমি তাহার নিকট হস্তান্তর করিবার জন্য ক-কে নির্দেশ দেওয়ার ডিক্রি লাভের অধিকারী।

(খ) ক বাড়ি ও বাগানসহ একটি সম্পত্তি এক লক্ষ টাকায় খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। বাড়ির ভোগদখলের জন্য বাগানটি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ক বাগানটি হস্তান্তর করিতে সক্ষম নহে। ক, খ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি পাইতে পারেন না; কিন্তু খ যদি স্বীকৃতমূল্য প্রদানে ইচ্ছুক হয় এবং কার্য সম্পাদনের অসম্পূর্ণতা অথবা ক-এর অবহেলা বা ত্রুটির জন্য তাহাকে যে ক্ষতি বহন করিতে হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার সকল অধিকার পরিত্যাগ করিয়া বাগান ব্যতীত বাড়ি ও সম্পত্তি গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে খ, ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া বাড়ি এবং সম্পত্তি তাহার নিকট হস্তান্তর করিবার জন্য ক-এর প্রতি নির্দেশ দেওয়ার ডিক্রি লাভের অধিকারী।

১৬। চুক্তির স্বতন্ত্র অংশের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন।- যখন কোনো চুক্তির একটি অংশের স্বতন্ত্রভাবে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায় এবং করা আবশ্যক হয় এবং উহা একই চুক্তির এইরূপ অন্য অংশ হইতে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে অবস্থান করে যে, উক্ত অংশের সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন করা যায় না বা করা আবশ্যক নহে, তখন আদালত পূর্ববর্তী অংশের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। অন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তির অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা।- পূর্ববর্তী তিনটি ধারার যে কোনোটির আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে আদালত চুক্তির অংশবিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে না।

১৮। ত্রুটিপূরণ স্বত্ব সম্পন্ন বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার অধিকার।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এইরূপ নির্দিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় বা ভাড়া প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যাহাতে তাহার শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ স্বত্ব রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ক্রেতা বা ইজারা গ্রহীতার (যদি না এই অধ্যায়ে ভিন্নরূপ বিধান প্রদান করা হয়) নিম্নরূপ অধিকার থাকিবে:-

(ক) যদি বিক্রেতা বা ইজারাদাতা বিক্রয় বা ইজারা প্রদানের পরে সম্পত্তিতে কোনো স্বত্ব অর্জন করেন, তাহা হইলে ক্রেতা বা ইজারাগ্রহীতা তাহাকে এইরূপ স্বত্বের জন্য চুক্তি পালন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে;

(খ) যেক্ষেত্রে স্বত্ব বৈধ করিবার জন্য অন্যান্য ব্যক্তির সম্মতি প্রয়োজন হয় এবং তাহারা বিক্রেতা বা ইজারাদাতার অনুরোধে উহা প্রদান করিতে বাধ্য, সেইক্ষেত্রে ক্রেতা বা ইজারাগ্রহীতা তাহাকে এইরূপ সম্মতি সংগ্রহ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন;

(গ) যেক্ষেত্রে বিক্রেতা দায়হীন সম্পত্তি বিক্রয়ের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন, কিন্তু সম্পত্তি এইরূপ পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হইয়াছে যাহা ক্রয়মূল্যকে অতিক্রম করে না এবং কার্যত বিক্রেতার উহা মুক্ত করিবার অধিকার রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ক্রেতা তাহাকে সম্পত্তি বন্ধকমুক্ত করিতে এবং বন্ধকগ্রহীতার নিকট হইতে হস্তান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে;

(ঘ) যেক্ষেত্রে বিক্রেতা বা ইজারাদাতা চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করেন এবং তাহার ত্রুটিপূর্ণ স্বত্বের জন্য মামলা খারিজ হইয়া যায়, সেইক্ষেত্রে বিবাদির সুদসহ তাহার জমাকৃত অর্থ (যদি থাকে) ও মামলার খরচ ফেরত পাইবার অধিকারী এবং এইরূপ জমাকৃত অর্থ, সুদ ও খরচের জন্য বিক্রেতা বা ইজারাদাতা যে জমি বিক্রয় বা ইজারা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, উহাতে বিক্রেতা বা ইজারাদাতার স্বত্বের উপর বিবাদির পূর্বস্বত্বের অধিকার থাকিবে।

১৯। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরের ক্ষমতা।- চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়েরকারী কোনো ব্যক্তি এইরূপ কার্য সম্পাদনের অতিরিক্ত অথবা উহার পরিপূরক হিসাবে চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে পারিবেন।

যদি এইরূপ কোনো মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন মঞ্জুর করা উচিত নহে কিন্তু পক্ষসমূহের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল যাহা বিবাদি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং যাহার জন্য বাদি ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী, তাহা হইলে আদালত তদনুসারে তাহাকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিবেন।

যদি এইরূপ কোনো মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন মঞ্জুর করা উচিত, কিন্তু মামলার ন্যায়বিচারের জন্য এইটুকু যথেষ্ট নহে, এবং চুক্তিভঙ্গের জন্য বাদিকে কিছু ক্ষতিপূরণও প্রদান করা যায়, তাহা হইলে আদালত তদনুসারে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিবেন।

এই ধারার অধীন যে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা হইবে, উহা আদালত কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে নিরূপণ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা- যে পরিস্থিতিতে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন করিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে সেই পরিস্থিতি, এই ধারা দ্বারা অর্পিত আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

উদাহরণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের-

ক ১০০ মণ চাল খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। খ, ক-কে চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদনে বাধ্য করিবার জন্য অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করিবার জন্য মামলা দায়ের করেন। আদালত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ক একটি বৈধ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন এবং কোনো কারণ ছাড়াই উহা ভঙ্গ করিয়া খ-এর ক্ষতি করিয়াছেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনই উহার সঠিক প্রতিকার নহে। আদালতের নিকট যেইরূপ ন্যায্য মনে হইবে, খ-এর জন্য সেইরূপ ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিবেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের-

ক, খ-এর সহিত তাহার নিকট একটি বাড়ি ১০০০ টাকায় বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ঠিক করা হয় যে, ১লা জানুয়ারি, ১৮৭৭ তারিখে মূল্য পরিশোধ এবং বাড়ির দখল প্রদান করা হইবে। ক চুক্তিতে তাহার নিজ অংশের কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন এবং খ সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা দায়ের করেন, যাহা ১লা জানুয়ারি, ১৮৭৮ তারিখে খ-এর পক্ষে নিষ্পত্তি হয়। ডিক্রিতে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের আদেশ ছাড়াও ক-এর অস্বীকৃতির ফলে খ-এর যে ক্ষতি হইয়াছে উহার জন্য ক্ষতিপূরণও মঞ্জুর করা যাইবে।

ব্যাখ্যার-

ক্রেতা ক, বিক্রেতা খ-এর বিরুদ্ধে একটি পেটেন্ট বিক্রয় চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা দায়ের করেন। মামলার শুনানির পূর্বেই পেটেন্টের অবসান ঘটিয়া যায়। আদালত চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন না করিবার জন্য ক-এর পক্ষে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে উক্ত উদ্দেশ্যে আরজি সংশোধন করিতে পারিবে।

ক একটি পাবলিক কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ কর্তৃক গৃহীত রেজুলিয়শনের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য যাহার দ্বারা তাহার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ পাইবার অধিকারী, এবং উক্ত রেজুলিয়শনের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন না করিবার দায়ে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়ের করিবার পূর্বেই সকল শেয়ার বরাদ্দ হইয়া যায়। আদালত এই ধারা অনুসারে সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন না করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২০। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের প্রতিবন্ধক নহে।- কোনো চুক্তি যদি অন্য কোনোভাবে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা সেইভাবে কার্যকর করা যাইবে, যদিও চুক্তিভঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের কথা থাকে এবং চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষ উহা প্রদানে ইচ্ছুক না হন।

উদাহরণ

ক, খ-কে গ-এর অধীন ক কর্তৃক দখলকৃত সম্পত্তির ইজারা অনুমোদন করিয়া চুক্তি সম্পাদন করেন এই শর্তে যে, ক অধীনস্ত ইজারার বৈধতার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের জন্য গ-এর নিকট আবেদন করিবেন এবং যদি লাইসেন্স সংগ্রহ করা না যায়, তাহা হইলে ক, খ-কে ১০,০০০ টাকা প্রদান করিবেন। ক লাইসেন্সের আবেদন করিতে অস্বীকার করেন এবং খ-কে ১০,০০০ টাকা প্রদান করিতে চান। উহা সত্ত্বেও গ যদি লাইসেন্স প্রদানে সম্মত হন, তাহা হইলে খ উক্ত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিবার অধিকারী।

(খ) যে চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২১। যে চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিবার যোগ্য নহে।- নিম্নবর্ণিত চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না-

(ক) যে চুক্তির কার্য সম্পাদন না করিলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার হয়;

(খ) যে চুক্তি এইরূপ সুক্ষ্ম বা অসংখ্য বিবরণের সমষ্টি অথবা পক্ষগণের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল অথবা অন্য কোনোভাবে ইহার প্রকৃতি এইরূপ যে, আদালত ইহার উল্লেখযোগ্য শর্তাবলির সুনির্দিষ্ট সম্পাদন কার্যকর করিতে পারে না;

(গ) যে চুক্তির শর্তাবলি আদালত যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্ধারণ করিতে পারে না;

(ঘ) যে চুক্তি উহার প্রকৃতির কারণেই বাতিলযোগ্য;

(ঙ) ট্রাস্টিগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি, যাহা তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বা ট্রাস্ট ভঙ্গ করিয়া করা হইয়াছে;

(চ) বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত কর্পোরেশন বা পাবলিক কোম্পানির দ্বারা বা পক্ষে অথবা এইরূপ কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত ক্ষমতা বহির্ভূত চুক্তি;

(ছ) যে চুক্তির কার্য সম্পাদন করিতে হইলে কাজ আরম্ভ করিবার তারিখ হইতে ক্রমাগত তিন বৎসরের বেশি সময় ধরিয়া কাজ করিতে হয়;

(জ) যে চুক্তির বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য অংশের অস্তিত্ব উভয়পক্ষ বিদ্যমান ধরিয়া লইলেও স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বেই উহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে;

এবং, সালিস আইন, ১৯৪০ এ যে সকল চুক্তি হেফাজত করা হইয়াছে উহা ব্যতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে উদ্ভূত কোনো বিরোধ সালিসে প্রেরণ সংক্রান্ত কোনো চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত আইনের বিধান প্রযোজ্য হয় না এইরূপ সালিসি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন এবং এইরূপ কোনো বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয় যাহা তিনি সালিসে প্রেরণ করিতে চুক্তিবদ্ধ, তাহা হইলে এইরূপ চুক্তির অস্তিত্ব মামলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

উদাহরণ

দফা (ক) এর-

ক [১][* * *] সরকারের শতকরা চার টাকা হারে এক লক্ষ টাকার ঋণপত্র বিক্রয় করিতে এবং খ উহা ক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

ক প্রতি বাক্স ১০০০ টাকা দরে ৪০ বাক্স নীল বিক্রয় করিতে এবং খ উহা ক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

ক কর্তৃক খ-এর নিকট কিছু সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার বিনিময়ে খ, ক-এর অনুকূলে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত একটি ক্রেডিট খোলা এবং সেই পরিমাণ টাকার জন্য ক-এর ড্রাফট পরিশোধ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন।

উপরি-উক্ত চুক্তিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না, কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ক ও খ উভয়ই এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে ক-এর ক্ষতি আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রতিকার করা যায়।

দফা (খ) এর-

ক খ-এর সহিত ব্যক্তিগত কাজ করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

ক খ-কে তাহার ব্যক্তিগত কাজের জন্য নিয়োগ করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

ক একজন গ্রন্থকার, একজন প্রকাশক খ-এর সহিত একটি সাহিত্যকর্ম সমাপ্ত করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

খ এই সকল চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না।

ক, খ-এর ব্যবসা, দুইজন মূল্য নির্ণয়কারীর নির্ণীত মূল্যে ক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন এবং এই মূল্য নির্ণয়কারীর একজনের নাম ক এবং অন্যজনের নাম খ প্রদান করিবেন মর্মে নির্ধারিত হয়। ক এবং খ উভয়েই একজন করিয়া মূল্য নির্ণয়কারীর নাম প্রদান করেন, কিন্তু মূল্য নির্ণয় হইবার পূর্বেই ক উহার মূল্য নির্ণয়কারীকে অগ্রসর না হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন;

জাহাজ মালিক ক এবং ভাড়াকারী খ-এর মধ্যে চট্টগ্রামে সম্পাদিত এক জাহাজ ভাড়া চুক্তিতে তাহারা এই মর্মে একমত হন যে, জাহাজ করাচীর দিকে অগ্রসর হইবে এবং সেখানে চাউল উঠাইবে এবং তারপর লন্ডনের পথে অগ্রসর হইবে এবং এক-তৃতীয়াংশ ভাড়া জাহাজ করাচীতে আসলে প্রদান করা হইবে এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ লন্ডনে মাল অর্পণ করিবার পর প্রদান করা হইবে।

ক, খ-এর নিকট জমি ইজারা প্রদান করেন এবং খ ইজারার পর হইতে তিন বৎসর ধরিয়া বিশেষ পন্থায় উহা চাষাবাদ করিতে চুক্তিবদ্ধ হন;

ক ও খ এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, ক কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক অগ্রিমের বিনিময়ে চুক্তি সম্পন্ন হইবার পর তিন বৎসর ধরিয়া খ তাহার দখলে থাকা জমিতে বিশেষ ফসল উৎপন্ন করিবে এবং উহা কাটিয়া এবং প্রস্তুত করিয়া ক-এর নিকট অর্পণ করিবেন;

---

১ "কেন্দ্রীয়" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

ক খ-এর সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, খ কর্তৃক ১,০০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে তিনি খ-এর জন্য একটি ছবি আঁকিবেন;

ক, খ-এর সহিত নির্দিষ্ট কিছু কার্য সম্পাদন করিতে চুক্তিবদ্ধ হন, যাহা আদালত তদারক করিতে পারিবেন না;

ক খ-এর সহিত খ-এর প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণির মাল সরবরাহ করিতে চুক্তিবদ্ধ হন।

ক, খ-এর নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট বাড়ি নির্দিষ্ট শর্তে এবং নির্দিষ্ট ভাড়ায় ইজারা গ্রহণ করিবে বলিয়া খ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন, 'যদি ড্রইংরুম সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে', এমনকি যদি এইরূপ ধরা হয় যে, এই চুক্তিভঙ্গের জন্য নিশ্চিতভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইবে;

ক, খ-কে বিবাহ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হন;

উপরি-উক্ত চুক্তিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করা যাইবে না।

দফা (গ) এর-

একটি রিফ্রেসমেন্ট রুমের মালিক ক খ-এর সহিত এই চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তিনি খ-কে সেখানে তাহার মালামাল বিক্রয় করিবার জন্য স্থান এবং প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করিবেন। ক তাহার চুক্তির কার্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন। ইহা ক্ষতিপূরণের মামলা, সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা নহে, কারণ স্থান এবং সাজ-সরঞ্জামের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট নহে।

দফা (ঘ) এর-

চুক্তিতে প্রস্তাবিত অংশীদারিত্বের সময়কাল নির্দিষ্ট না করিয়া ক ও খ একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায় অংশীদার হইবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যাইবে না। কারণ উহা যদি উক্তরূপে সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে ক বা খ তাৎক্ষণিকভাবে অংশীদারিত্ব ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

দফা (ঙ) এর-

কোনো জমি, সাত বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন এইরূপ ট্রাস্টি ক ঐ জমি সাত বৎসরের জন্য খ-এর নিকট ইজারা প্রদান করেন; কিন্তু তাহার সহিত এই সময়কাল শেষে ইজারার মেয়াদ বর্ধিত করিবার অঙ্গীকারও করেন। এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যাইবে না।

একটি কোম্পানির পরিচালকদের, শেয়ার হোল্ডারদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহারা উক্তরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উহা বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না।

দুইজন ট্রাস্টি ক ও খ ট্রাস্ট সম্পত্তি এক লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিবার অধিকারী হইয়াও উহা গ-এর নিকট ৩০,০০০ টাকায় বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তি এতই ক্ষতিকারক যে, উহা বিশ্বাসভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। গ এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না।

খনির কাজের একটি কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, কোম্পানি যখন গঠিত হইবে, তখন উহা নির্দিষ্ট খনিজ সম্পত্তি ক্রয় করিবে। তাহারা এইরূপ সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই এবং কার্যত তাহারা উহার অতিরিক্ত মূল্য প্রদানেই সম্মত হন। তাহারা আরও শর্ত আরোপ করেন যে, বিক্রেতা তাহাদেরকে ক্রয়মূল্যের উপর একটি বোনাস প্রদান করিবে। এই চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না।

দফা (চ) এর-

রেলপথ নির্মাণ ও চালু রাখিবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়া গঠিত একটি কোম্পানি একটি কটন মিল নির্মাণের জন্য একখন্ড জমি ক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না।

দফা (ছ) এর-

ক, খ-কে একুশ বৎসরের জন্য একটি রেলপথের এইরূপ অংশ ভাড়া দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, যাহা ক কর্তৃক খ-এর জমির উপর নির্মিত হইয়াছে এবং একই চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট শর্তের অধীন সমগ্র রেলপথেই গাড়ি চালানোর অধিকার খ-এর থাকিবে এবং এইজন্য ক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন সরবরাহ করা আবশ্যক হইবে এবং ক এই সমগ্র সময়কালে সম্পূর্ণ রেলপথকে মেরামত করিয়া ভালো অবস্থায় রাখিবেন। এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য খ-এর আবেদন অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

দফা (জ) এর-

গ ও ঘ-এর জীবনকালের জন্য খ-কে একটি বার্ষিক বৃত্তি দেওয়ার জন্য ক চুক্তিবদ্ধ হন। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, যদিও ক ও খ চুক্তির তারিখে, গ-কে জীবিত ধরিয়া নিয়াছেন, কিন্তু তখন তিনি মৃত। এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যাইবে না।

(গ) আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা সংক্রান্ত-

[১][**২১ক। বিক্রয়ের জন্য অনিবন্ধিত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না।-** এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিক্রয় চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না যদিনা-

(ক) চুক্তিটি লিখিত এবং নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর অধীন নিবন্ধিত হয়, হস্তান্তরগ্রহীতা সম্পত্তি বা ইহার অংশ বিশেষের দখল গ্রহণ করুক বা না করুক; এবং

(খ) চুক্তির বিনিময় মূল্যের অবশিষ্ট অংশ চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা দায়ের করিবার সময় আদালতে জমা প্রদান করা হয়।]

২২। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি প্রদানের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা।- সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ডিক্রি প্রদানের এখতিয়ার আদালতের ইচ্ছাধীন, এবং আদালত এইরূপ প্রতিকার মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহে শুধু এই কারণে যে, ইহা করা আইনসঙ্গত; কিন্তু আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারিতা নহে বরং বিচক্ষণ, যুক্তিসঙ্গত হইবে, এবং বিচারকার্যাবলির মূলনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং আপিল আদালতের মাধ্যমে সংশোধনযোগ্য হইবে।

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আদালত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি প্রদান না করিবার বিষয়ে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবে:-

১। যেক্ষেত্রে এইরূপ পরিস্থিতিতে চুক্তি সম্পন্ন করা হয় যে, উহা বাদিকে বিবাদির উপর একটি অন্যায় সুবিধা প্রদান করিয়াছে, যদিও সেইখানে বাদিপক্ষ হইতে কোনো প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনা নাই।

উদাহরণ

(ক) একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তির আজীবন প্রজা ক, সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ খ-কে হস্তান্তর করেন। উক্ত স্বত্ব খ বিক্রয় করিতে এবং গ ক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি সম্পন্ন হইবার পূর্বে ক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ফলশ্রুতিতে চুক্তি সম্পাদন করিবার একদিন পর সে মৃত্যু বরণ করেন; যদি খ ও গ সমভাবে বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞাত

---

১ ধারা ২১ক সুনির্দিষ্ট প্রতিকার (সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

বা জ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে খ চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অধিকারী হইবেন। কিন্তু খ যদি ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং গ যদি অবগত না থাকেন, তাহা হইলে খ-এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের আবেদন না-মঞ্জুর হইবে।

(খ) ক নির্দিষ্ট মজুদ পণ্যে গ-এর স্বত্ব, খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তিতে এইরূপ শর্ত আরোপ করা হয় যে, যদি দেখা যায় যে, গ- এর স্বত্ব একেবারেই মূল্যহীন, তাহা হইলেও বিক্রয়টি সঠিকভাবে বলবৎ থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে, গ-এর স্বত্বের মূল্য নির্ভরশীল ছিল নির্দিষ্ট অংশীদারিত্বের হিসাব-নিকাশের ফলাফলের উপর যেক্ষেত্রে গ তাহার অংশীদারের নিকট অত্যধিক ঋণগ্রস্ত ছিলেন। এই ঋণের কথা ক-এর জানা ছিল, কিন্তু খ-এর জানা ছিল না। চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন ক-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে।

(গ) ক নির্দিষ্ট জমি বিক্রয় করিতে এবং খ উহা ক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু, বন্যা হইতে এই জমি রক্ষা করিবার জন্য ইহার মালিক কর্তৃক ব্যয়বহুল বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক। খ এই অবস্থার বিষয়ে অবগত ছিলেন না এবং ক তাহার নিকট হইতে ইহা গোপন রাখিয়াছিলেন। চুক্তি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন ক-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে।

(ঘ) ক-এর সম্পত্তি নিলামে উঠানো হয়। ক-এর অ্যাটর্নি খ, গ-কে তাহার পক্ষে নিলাম আহ্বানের অনুরোধ জানান। গ সরল বিশ্বাসে এবং অসাবধানতাবশত নিলাম আহ্বান করেন। বিক্রেতার অ্যাটর্নিকে নিলাম আহ্বানে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, তিনি শুধুমাত্র দাম বাড়ানোর জন্য উত্তেজিত করিতেছেন এবং তাহারা নিলামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে বিরত থাকেন। সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অত্যন্ত কম মূল্য ডাকা সত্ত্বেও ডাক গৃহীত হয়। চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন খ-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে।

২। যেক্ষেত্রে চুক্তির কার্য সম্পাদন বিবাদিকে কিছু কষ্টের মধ্যে ফেলিবে, যাহা তিনি পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই, অপরদিকে ইহার কার্য সম্পাদন না করিলে বাদিকে উহা তেমন কোনো কষ্টের মধ্যে ফেলিবে না।

উদাহরণ

(ঙ) ক তাহার পিতার উইল অনুসারে কিছু জমির অধিকারী হন এই শর্তে যে, তিনি যদি জমিগুলো ২৫ বৎসরের মধ্যে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে বিক্রয়মূল্যের অর্ধেক খ-এর প্রাপ্য হইবে। ক শর্তটি ভুলিয়া গিয়া ২৫ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই এই জমি গ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। এইখানে চুক্তির কার্যকরীকরণ ক-এর উপর এত কঠোরতা আরোপ করিবে যে, আদালত গ-এর পক্ষে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য করিবে না।

(চ) দুইজন ট্রাস্টি ক ও খ, সুবিধাভোগী গ-এর সহিত ট্রাস্ট সম্পত্তি ঘ-এর নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তিতে যোগদান করেন এবং ঋণভার হইতে সম্পত্তিকে মুক্ত করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সম্মত হন। কিন্তু বিক্রয়মূল্য এই দায়-দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথেষ্ট নহে, যদিও চুক্তি সম্পন্ন করিবার দিন বিক্রেতাদের বিশ্বাস ছিল যে, উহা পর্যাপ্ত হইবে। চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন খ-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে।

(ছ) একটি সম্পত্তির মালিক ক, উহা খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন এবং চুক্তিতে শর্ত আরোপ করেন যে, তিনি অর্থাৎ ক, সম্পত্তির সীমা নির্দিষ্ট করিতে বাধ্য হইবেন না। সম্পত্তিটি প্রকৃত অর্থেই মূল্যবান ছিল, যাহা পক্ষদ্বয়ের কেউই জানিতেন না। চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন খ-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে, যদি না তিনি অজ্ঞাত সম্পত্তিতে উহার দাবি পরিত্যাগ করেন।

(জ) ক নির্দিষ্ট জমি, খ-এর নিকট বিক্রয় এবং একটি নির্দিষ্ট রেলপথ স্টেশন হইতে সে পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, মামলার সম্মুখীন না হইয়া ক, রাস্তা নির্মাণ করিতে সক্ষম নহেন। খ-এর ক্ষেত্রে চুক্তির রাস্তা সংক্রান্ত অংশের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন না-মঞ্জুর হইবে; যদিও এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, খ রাস্তার জন্য ক্ষতিপূরণসহ চুক্তির অবশিষ্ট অংশের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অধিকারী।

(ঝ) কোনো খনির ইজারাগ্রহীতা ক তাহার ইজারাদাতা খ-এর সহিত এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ইজারা চলাকালীন যে কোনো সময় খ খনিতে এবং খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিস প্রদান করিতে পারিবে এবং ইজারা পরিসমাপ্তির তারিখে নিরূপিত মূল্যে নোটিসে বর্ণিত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম তাহাকে প্রদান করা হইবে। এইরূপ চুক্তি ইজারাগ্রহীতার ব্যবসায়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হইতে পারে, এবং ইহার সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন খ-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে।

(ঞ) ক নির্দিষ্ট জমি, খ-এর নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু জমির প্রবেশপথের বিষয়ে চুক্তিতে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। জমিতে প্রবেশের জন্য কোনো পথের অধিকারের অস্তিত্ব নাই বলিয়া দেখানো যাইবে। চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন খ-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে।

(ট) অন্য কোথা হইতে নহে বরং খ-এর কারখানা হইতে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট শ্রেণির সকল মাল ক্রয় করিতে ক, খ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। আদালত খ-কে মাল সরবরাহ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না; যদি তিনি ঐ মাল সরবরাহ না করেন এবং যদি ক-কে অন্য কোথা হইতে সেই মাল ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে খ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন খ-এর ক্ষেত্রে না-মঞ্জুর হইবে।

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে আদালত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি প্রদান করিবার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবে:-

৩। যেক্ষেত্রে বাদি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনযোগ্য চুক্তির উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন অথবা চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

উদাহরণ

ক একটি রেল কোম্পানির নিকট জমি বিক্রয়ের জন্য এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, উহা তাহার সুবিধার জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিবে। কোম্পানি জমি গ্রহণ করে এবং উহা রেলপথের জন্য ব্যবহার করে। ক-এর পক্ষে কাজ করিবার চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে পালনের ডিক্রি প্রদান করা উচিত হইবে।

(ঘ) যাহাদের ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে

২৩। যাহারা সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাইতে পারেন।- এই অধ্যায়ে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাইতে পারেন-

(ক) উহার যে কোনো পক্ষ

(খ) উহার যে কোনো পক্ষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বা প্রধান:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপ পক্ষের শিক্ষা, দক্ষতা, স্বচ্ছলতা, বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত গুণাগুণ চুক্তির উল্লেখযোগ্য উপাদান হয়, অথবা যেক্ষেত্রে চুক্তিতে বিধান থাকে যে, উহার স্বার্থ হস্তান্তর করা যাইবে না, সেইক্ষেত্রে তাহার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বা তাহার প্রধান চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অধিকারী হইবেন না, যদিনা চুক্তিতে উহার অংশ ইতঃপূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকে;

(গ) যেক্ষেত্রে চুক্তি বিবাহের বিষয়ে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত অথবা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সন্দেহজনক অধিকারের আপোস-মীমাংসা সংক্রান্ত, সেইক্ষেত্রে, চুক্তির সুফল লাভের অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি;

(ঘ) যেক্ষেত্রে একজন আজীবন প্রজা তাহার ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে অবশিষ্ট ব্যক্তি;

(ঙ) যেখানে চুক্তিপত্র এইরূপ যাহা সম্পন্ন করা হইয়াছিল তাহার পূর্ব স্বত্বাধিকারীর সহিত এবং যেখানে তেমন চুক্তিপত্রের সুবিধা, উত্তরাধিকারী পাইবার অধিকারী, সেইখানে ভোগের উত্তরাধিকারী;

(চ) যেখানে চুক্তি হইতেছে এইরূপ যে, উত্তরাধিকারী যাহা হইতে উদ্ভূত সুবিধা লাভের অধিকারী এবং উহা ভঙ্গ হইবার কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন, সেইখানে অবশিষ্ট ভোগের অধিকারী;

(ছ) যখন কোনো পাবলিক কোম্পানি চুক্তি সম্পাদন করে এবং অতঃপর কোম্পানিটি অন্য একটি পাবলিক কোম্পানির সহিত একত্রিত হয়, তখন একত্রিত হওয়ার ফলে গঠিত নূতন কোম্পানি;

(জ) যখন একটি পাবলিক কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ কোম্পানি গঠিত হইবার পূর্বেই কোম্পানির প্রয়োজনবশত কোনো চুক্তি করে এবং কোম্পানি গঠনের শর্তাবলিতে এই ধরনের চুক্তি নিশ্চিত করা হয়, তখন উক্ত কোম্পানি।

(ঙ) যাহাদের ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২৪। প্রতিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা।- চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন এমন ব্যক্তির পক্ষে করা যায় না-

(ক) যিনি চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারেন না;

(খ) যিনি নিজের পক্ষের চুক্তির কোনো প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করিতে অসমর্থ হন বা শর্ত-ভঙ্গ করেন যাহাতে তাহার নিজের অংশেরই কার্য সম্পাদন বাকি থাকে;

(গ) যিনি ইতোমধ্যে তাহার প্রতিকার পচ্ছন্দ করিয়াছেন এবং কথিত চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন; অথবা

(ঘ) যিনি চুক্তির পূর্বেই অবগত ছিলেন যে, চুক্তির বিষয়বস্তু (যদিও উহা কোনো মূল্যবান পণভিত্তিক নহে) সম্পর্কে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং উহা তখন কার্যকর ছিল।

উদাহরণ

দফা (ক) এর-

ক খ-এর প্রতিনিধি হিসাবে গ-এর সহিত গ-এর বাড়ি ক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু কার্যত ক খ-এর প্রতিনিধি হিসাবে নহে বরং নিজস্ব ক্ষমতাবলেই উহা করিয়াছে। ক এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না।

দফা (খ) এর-

ক, খ-এর নিকট একটি বাড়ি বিক্রয় করিবার এবং বিক্রয়ের তারিখ হইতে নির্দিষ্ট বার্ষিক ভাড়ায় চৌদ্দ বৎসরের জন্য ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া হইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ক দেউলিয়া হইয়া পড়েন। তিনি বা তাহার নিকট হইতে হস্তান্তর গ্রহীতা চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না।

ক, খ-এর নিকট একটি বাড়ি এবং আলংকারিক বৃক্ষাদিসহ বিক্রয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয় (বৃক্ষাদিসহ বাগান, আবাস হিসেবে বাড়িটির মূল্যবান উপাদান)। ক, খ-এর সম্মতি ছাড়া বৃক্ষাদি কর্তন করে। ক চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না।

ক, খ-এর সহিত একটি ইজারা চুক্তি অনুসারে একটি জমি ধারণ করিবার সময় ইহার অপচয় অথবা জমিটি অযত্নে ব্যবহার করেন। ক চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না।

ক একটি অসমাপ্ত বাড়ি ভাড়া দিতে এবং খ গ্রহণ করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। খ বাড়িটি সম্পূর্ণ করিবার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হন এবং ইজারা চুক্তিতে এই শর্ত সন্নিবেশিত হয় যে, ক বাড়িটিকে সবসময় মেরামত করা অবস্থায় রাখিবেন। খ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে বাড়িটি সম্পূর্ণ করেন; সে চুক্তিটির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না, যদিও ক ও খ পরস্পরের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা দায়ের করিতে পারেন।

দফা (গ) এর-

ক একটি বাড়ি নির্দিষ্ট শর্তে ও নির্দিষ্ট ভাড়ায় ভাড়া দিতে ও খ ঐ বাড়ি ভাড়া নিতে চুক্তিবদ্ধ হন। খ চুক্তিটির কার্য সম্পাদন করিতে অস্বীকৃতি জানান। ক ইহার পর খ-এর চুক্তিভঙ্গের ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা দায়ের করেন এবং ক্ষতিপূরণ লাভ করেন। ক চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না।

২৫। স্বত্ব নাই এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অথবা স্বেচ্ছায় বসতকারী (সেটলার) কর্তৃক সম্পত্তির বিক্রয় চুক্তি।- স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা ইজারা প্রদানের চুক্তি, উহার বিক্রেতা বা ইজারাদাতার পক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না-

(ক) যিনি, সম্পত্তিতে তাহার কোনো স্বত্ব নাই জানিয়াও, বিক্রয় করিবার বা ভাড়া প্রদান করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন;

(খ) যিনি, যদিও সম্পত্তিতে তাহার উত্তম স্বত্ব রহিয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু বিক্রয় বা ইজারা প্রদান সম্পন্ন করিবার জন্য পক্ষগণ কর্তৃক নির্ধারিত অথবা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ক্রেতা বা ইজারাগ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহমুক্ত স্বত্ব প্রদান করিতে পারেন নাই।

(গ) যিনি চুক্তিবদ্ধ হইবার পূর্বেই চুক্তির বিষয়বস্তু (যদিও উহা মূল্যবান পণভিত্তিক নহে)-এর বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

উদাহরণ

(ক) ক, গ-এর ক্ষমতা প্রদান ছাড়াই এমন একটি সম্পত্তি খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন যাহা সম্পর্কে ক জানেন যে, উহা গ-এর মালিকানাধীন। ক এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না, এমনকি যদিও গ উহা অনুমোদন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন।

(খ) ক উইল করিয়া ট্রাস্টিগণের নিকট তাহার জমি প্রদান করিয়া এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, তাহারা খ-এর নিকট হইতে লিখিত সম্মতি গ্রহণ করিয়া জমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। খ ট্রাস্টি কর্তৃক যে কোনো বিক্রয়ের বিষয়ে সাধারণ সম্মতি প্রদান করেন। অতঃপর ট্রাস্টিগণ জমি বিক্রয় করিবার জন্য গ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। গ চুক্তির কার্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন। ট্রাস্টিগণ এই চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিতে পারিবেন না, কারণ এই বিশেষ বিক্রয়ের বিষয়ে খ-এর সম্মতি না থাকায় তাহারা আইন অনুসারে গ-কে যে স্বত্ব প্রদান করিতে পারেন, উহা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহমুক্ত নহে।

(গ) ক নির্দিষ্ট জমির দখলে থাকা অবস্থায় উহা খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। তদন্তে দেখা যায় যে, ক খ-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে জমি দাবি করিয়াছেন যিনি বহু বৎসর আগে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং সাধারণভাবে তাহাকে মৃত বলিয়া ধারণা করা হয়। কিন্তু তাহার মৃত্যু সম্পর্কে পর্যাপ্ত কোনো প্রমাণ নাই। ক, খ-কে চুক্তিটি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(ঘ) ক, স্বাভাবিক স্নেহ-মমতার বশবর্তী হইয়া তাহার ভাই ও সন্তানগণের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তি বিলি-বন্দেজ করিয়া দেন এবং পরবর্তীতে সেই একই সম্পত্তি একজন আগন্তুকের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ক এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন না, কারণ এজন্য পূর্বের বিলি-বন্দেজ বাতিল করিয়া দিতে হইবে এবং এইভাবে ইহার অধীনে থাকা দাবিদার ব্যক্তিদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

(চ) পরিবর্তন ছাড়া যাহাদের ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না

২৬। পরিবর্তন ছাড়া অকার্যকরকরণ।- যেক্ষেত্রে বাদি লিখিত চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন দাবি করেন যাহাতে বিবাদি একটি পরিবর্তন করেন, সেইক্ষেত্রে বাদি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উক্তরূপ পরিবর্তন ব্যতীত প্রার্থিত কার্য সম্পাদন পাইবেন না (যেমন):-

(ক) যেক্ষেত্রে প্রতারণার মাধ্যমে বা তথ্যগত ভুলের কারণে যে চুক্তির কার্য সম্পাদন দাবি করা হইতেছে, উহার শর্তাবলি, বিবাদি চুক্তিবদ্ধ হইবার সময় যেরূপ ভাবিয়া ছিলেন উহা হইতে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ হইয়াছে;

(খ) যেক্ষেত্রে প্রতারণা, তথ্যগত ভুল অথবা আকস্মিকতার কারণে বিবাদি তাহার এবং বাদির মধ্যে চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন;

(গ) যেক্ষেত্রে বিবাদি চুক্তির শর্তাবলি জানিয়া এবং এর ফলাফল উপলব্ধি করিয়া বাদির কতিপয় ভুল বিবরণের উপর বিশ্বাস করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন অথবা বাদি পক্ষের এমন কিছু শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন যাহা চুক্তিতে যুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু যাহা তিনি পালন করিতে অস্বীকার করেন;

(ঘ) যেক্ষেত্রে পক্ষসমূহের লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট আইনগত ফলাফল লাভ করা কিন্তু চুক্তি যেভাবে তৈরি করা হইয়াছে, উহা তেমন ফলদায়ী হইবে বলিয়া বিবেচিত হয় না;

(ঙ) যেক্ষেত্রে পক্ষগণ চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর উহা পরিবর্তন করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন।

উদাহরণ

(ক) ক, খ এবং গ একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন যাহার মাধ্যমে তাহারা প্রত্যেকেই ১,০০০ টাকা বন্ডের জন্য ঘ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ক, খ, গ প্রত্যেককেই পৃথকভাবে ১,০০০ টাকার জন্য দায়ী করিয়া ঘ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় তাহারা প্রমাণ করেন যে, 'প্রত্যেকেই শব্দটি ভুলক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাহারা ১০০০ টাকার জন্য যৌথভাবে আবদ্ধ হইবেন। ঘ এইরূপ পরিবর্তন মানিয়া চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাইতে পারেন।

(খ) ক একটি বসতবাড়ি ক্রয় করিবার লিখিত চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে বাধ্য করিবার জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। খ প্রমাণ করেন যে, তিনি অনুমান করেছিলেন যে, চুক্তিতে বাড়ি সংলগ্ন উঠানের কথাও অন্তর্ভুক্ত আছে এবং চুক্তি এমনভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, উঠান চুক্তির অন্তর্ভুক্ত না বহির্ভূত, সে সম্পর্কে সন্দেহ হয়। খ এইরূপ পরিবর্তন গ্রহণ না করিলে আদালত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(গ) নকশায় চিহ্নিত এক ফালি জমিসহ একটি ঘাট খ-কে ভাড়া প্রদানের জন্য ক লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্বে খ মৌখিকভাবে প্রস্তাব করেন যে, চুক্তিভুক্ত সরু জমির পরিবর্তে ক-এর একই আয়তন বিশিষ্ট অন্য জমি ব্যবহার করিবার বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা থাকিবে এবং ইহাতে ক প্রকাশ্যে সম্মতি প্রদান করেন। অতঃপর লিখিত চুক্তিতে খ স্বাক্ষর করেন। খ কর্তৃক কৃত পরিবর্তন মানিয়া না নিলে ক লিখিত চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাইতে পারেন না।

(ঘ) ক এবং খ একটি জমি খ-এর জীবনকালের জন্য এবং জমির স্বত্বের অবশিষ্ট ভাগ উহার সন্তানের জন্য নিশ্চিত করিবার জন্য আলোচনায় মিলিত হন। তাহারা একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যাহার শর্তে দেখা যায় যে, খ-এর উপর চূড়ান্ত মালিকানা অর্পণ করা হইয়াছে। এইভাবে সম্পাদিত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে না।

(ঙ) ক নির্দিষ্ট শর্তে প্রতিমাসে ১০০ টাকা ভাড়ায় খ-কে একটি বাড়ি ভাড়া প্রদান করিবার লিখিত চুক্তি করিয়া প্রথমেই ইহার বাসযোগ্য মেরামত করিবার কথা মানিয়া নেন। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, বাড়িটি মেরামতের উপযুক্ত নহে। এইজন্য খ-এর সম্মতি নিয়া ক উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ইহার স্থানে একটি নূতন বাড়ি নির্মাণ করেন; খ মাসিক ১২০ টাকা ভাড়া প্রদানে মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হন। অতঃপর খ লিখিত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিবার জন্য মামলা দায়ের করেন। তিনি পরবর্তীতে মৌখিক চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিবর্তনকে মানিয়া না নিলে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিতে পারিবেন না।

(ছ) যাহাদের বিরুদ্ধে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায়

২৭। পক্ষগণ এবং তাহাদের নিকট হইতে পরবর্তী স্বত্বের দাবিদার ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রতিকার।- এই অধ্যায়ে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করা যাইবে-

(ক) যে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে;

(খ) চুক্তির পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট স্বত্ব দ্বারা তাহার মাধ্যমে দাবিদার যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদিনা তিনি মূল্যের বিনিময়ে সরল বিশ্বাসে এবং মূল চুক্তি সম্পর্কে অবগত না হইয়া উহার অর্থ প্রদান করেন;

(গ) এমন স্বত্বের অধীন দাবিদার ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদিও উহা চুক্তির পূর্বে ছিল এবং বাদি যাহা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তবুও উহা বিবাদি কর্তৃক স্থানচ্যুত হইয়া থাকে;

(ঘ) যখন কোনো পাবলিক কোম্পানি চুক্তিবদ্ধ হয় এবং অতঃপর কোম্পানিটি অন্য পাবলিক কোম্পানির সহিত একত্রিত হয়, তখন একত্রিত হইবার ফলে গঠিত নূতন কোম্পানির বিরুদ্ধে;

(ঙ) যখন কোনো পাবলিক কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ কোম্পানি নিগমিত হইবার পূর্বেই চুক্তি করেন, তখন কোম্পানিটির বিরুদ্ধে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানিটি চুক্তি অনুমোদন ও গ্রহণ করিয়াছে এবং কোম্পানি গঠনের শর্ত দ্বারা চুক্তি সমর্থিত হইয়াছে।

উদাহরণ

দফা (খ) এর-

ক নির্দিষ্ট জমি একটি বিশেষ দিনের মধ্যে খ-এর নিকট অর্পণ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ক ঐ নির্ধারিত দিনের পূর্বে জমি অর্পণ না করিয়া উইল না করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। খ, ক-এর উত্তরাধিকারী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে চুক্তিটি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

ক, খ-এর নিকট নির্দিষ্ট জমি ৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন। পরবর্তীতে ক, ৬০০০ টাকার বিনিময়ে ঐ জমি গ কে প্রদান করেন, যিনি মূল চুক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খ, গ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

ক ৫০০০ টাকার বিনিময়ে খ-এর নিকট জমি বিক্রয় করিবার চুক্তি করিল। খ জমির দখল গ্রহণ করিল। পরবর্তীতে ক ঐ জমিই ৬,০০০ টাকায় গ-এর নিকট বিক্রয় করিল। গ ঐ জমিতে খ-এর স্বত্ব সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান করিল না। খ-এর দখলই গ-কে তাহার স্বত্ব সম্পর্কে অবহিত করিবার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি গ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন।

ক, ১০০০ টাকার বিনিময়ে, তাহার নির্দিষ্ট জমি খ-কে উইল করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তির পরপরই ক উইল না করিয়া মারা যান এবং গ তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খ, গ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন।

ক নির্দিষ্ট জমি খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তি সম্পন্ন করিবার পূর্বেই ক পাগল হইয়া যান এবং গ-কে তাহার কার্য নির্বাহক নিযুক্ত করা হয়। খ, গ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন।

দফা (গ) এর-

ক একটি সম্পত্তির আজীবন প্রজা, যাহার স্বত্বের অবশিষ্ট ভাগের অধিকারী খ। যে পত্তন অনুসারে আজীবন প্রজা, সেই পত্তন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ করিয়া ক সম্পত্তিটি গ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। গ পত্তনির বিষয়টি জানিত। বিক্রয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই ক মারা যান। গ, খ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন।

ক ও খ একটি জমির যৌথ প্রজা, যাহার অর্ধাংশ দুইজনের যে কেউই জীবদ্দশায় হস্তান্তর করিতে পারেন, কিন্তু উহা একই স্বত্ব অনুসারে জীবিতদের উপর বর্তাইবে। ক তাহার অর্ধাংশ গ-এর নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ হন এবং মারা যান। গ, খ-এর বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন।

২৭ক। ইজারা চুক্তির আংশিক সম্পাদনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন।- এই অধ্যায়ের বিধানাবলি সাপেক্ষে, যেখানে স্থাবর সম্পত্তির ইজারা প্রদানের লিখিত চুক্তির পক্ষগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের পক্ষে স্বাক্ষরিত হয়,

সেইক্ষেত্রে, চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চুক্তির যে কোনো পক্ষ, অপরপক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন, যদিও চুক্তিটি নিবন্ধন আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত হয় নাই, যদি-

(ক) ইজারাদাতা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন দাবি করা হয়, তিনি চুক্তির আংশিক কার্য সম্পাদন হিসাবে সম্পত্তির দখল ইজারাগ্রহীতার নিকট অর্পণ করেন; এবং

(খ) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন দাবি করা হয়, তিনি চুক্তির আংশিক কার্য সম্পাদন হিসাবে সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেন অথবা ইতোমধ্যে দখলে থাকিলে চুক্তির আংশিক কার্য সম্পাদন হিসাবে দখল অব্যাহত রাখিয়াছেন এবং চুক্তি অনুসারে কিছু কাজ করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই প্রতিদানের মাধ্যমে হস্তান্তরগ্রহীতার অধিকারকে প্রভাবিত করিবে না, যিনি চুক্তি অথবা ইহার আংশিক কার্য সম্পাদন সম্পর্কে অবগত নহেন।

১লা এপ্রিল, ১৯৩০ এর পর সম্পাদিত ইজারা চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে।

(জ) যাহাদের বিরুদ্ধে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না-

২৮। যে পক্ষগণকে কার্য সম্পাদনে বাধ্য করা যায় না।- নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করা যাইবে না:-

(ক) যদি চুক্তির তারিখে বিদ্যমান বিষয়বস্তুর অবস্থার তুলনায় প্রদত্ত প্রতিদান এতই অপর্যাপ্ত হয় যে, উহা এককভাবে বা অন্যান্য পরিস্থিতির সহিত একত্রে, প্রতারণা অথবা বাদি কর্তৃক অন্যায় সুবিধা গ্রহণের সাক্ষ্য বহন করে;

(খ) চুক্তির অধীন যে পক্ষ কর্তৃক কার্য সম্পাদন বাকি থাকে সেই পক্ষের সম্মতি যদি ভুল বিবরণ (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত), গোপনীয়তা, প্রতারণা বা অসদাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হইয়া থাকে অথবা এইরূপ পক্ষকে এমন কোনো আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে হইয়া থাকে, যাহা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিপূর্ণ করা হয় নাই;

(গ) যদি ভুল তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সম্মতি প্রদান করা হইয়া থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে, যখন চুক্তিতে ভুলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিধান থাকে তখন এইরূপ বিধানের আওতার মধ্যে ভুলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এইরূপ কার্যকরকরণ সঠিক হইলে চুক্তিটি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে।

উদাহরণ

দফা (গ) এর-

দুইজন কার্যনির্বাহীর একজন ক, সহ-কার্যনির্বাহীর কর্তৃত্ব আছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া উইলপূর্বক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। খ বিক্রয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

ক একজন নিলামকারীকে নির্দিষ্ট জমি বিক্রয় করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ক তাহার জমির ২০ বিঘার বিষয়ে নিলামকারীর কর্তৃত্ব বাতিল করেন, কিন্তু নিলামকারী অসাবধানতাবশত সব জমি খ-এর নিকট বিক্রয় করেন, যিনি বাতিলের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। খ চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কার্যকর করিতে পারিবেন।

(ঝ) সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের মামলা খারিজ হইবার ফলাফল

২৯। খারিজের পর চুক্তি ভঙ্গের মামলা দায়েরে প্রতিবন্ধকতা।- কোনো চুক্তি অথবা ইহার অংশবিশেষের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা খারিজ হইলে, উহা এইরূপ চুক্তি অথবা ইহার অংশবিশেষ ভঙ্গ করিবার দায়ে ক্ষতিপূরণের জন্য বাদি কর্তৃক মামলা দায়ের করিবার অধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে।

(ঞ) পত্তন কার্যকর করিবার রায় এবং নির্দেশাবলি-

৩০। পত্তন কার্যকর করিবার জন্য রায় এবং উইলে প্রদত্ত নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ধারাসমূহের প্রয়োগ।- চুক্তি সম্পর্কে এই অধ্যায়ের বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, বিশেষ পত্তন কার্যকর করিবার জন্য রায়ের বিষয়ে এবং উইল বা উইলের পরিশিষ্টের নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দলিল সংশোধন

৩১। যখন দলিল সংশোধন করা যাইবে।- যখন প্রতারণার মাধ্যমে বা পক্ষগণের পারস্পরিক ভুলের জন্য কোনো লিখিত চুক্তি বা অন্য কোনো লিখিত দলিল প্রকৃত অর্থে তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে না, তখন যে কোনো পক্ষ অথবা তাহাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি দলিল সংশোধন করাইয়া নেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন; এবং আদালত যদি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পায় যে, দলিল প্রণয়নের সময় প্রতারণা অথবা ভুল করা হইয়াছে এবং উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে পক্ষগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আদালত উহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে যতদূর পর্যন্ত উহা তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে এবং মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, ততদূর পর্যন্ত দলিল সংশোধন করিতে পারিবে, যাহাতে দলিলের এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়।

উদাহরণ

(ক) ক, খ-এর নিকট তাহার বাড়ি এবং ইহার সংলগ্ন তিনটি গুদামের একটি বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে খ কর্তৃক তৈরি দলিল সম্পাদন করেন, যাহাতে খ-এর প্রতারণার ফলে তিনটি গুদামই অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতারণামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত দুইটি গুদামের একটি খ, গ-কে প্রদান করিয়া এবং অন্যটি ঘ-কে ভাড়া দেন। গ বা ঘ কাহারই এই প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। দলিলটি খ ও গ-এর বিরুদ্ধে, গ-কে প্রদত্ত গুদাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে সংশোধন করা যাইবে; কিন্তু ঘ-এর ইজারা প্রভাবিত করিতে পারে এমনভাবে উহা সংশোধন করা যাইবে না।

(খ) একটি বিয়ে সম্পর্কিত চুক্তির মাধ্যমে ভাবী বউ খ-এর পিতা ক, ভাবী জামাই গ-এর সহিত, গ-কে তাহার কার্যনির্বাহী, প্রশাসক ও স্বত্ব নিয়োগী করেন, ক-এর জীবনকালে বার্ষিক ৫০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবার জন্য চুক্তি করেন। গ দেউলিয়া অবস্থায় মারা যান এবং তাহার স্বত্ব নিয়োগী ক-এর নিকট হইতে বার্ষিক বৃত্তি দাবি করেন। আদালত সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পায় যে, পক্ষগণের উদ্দেশ্য সর্বদা ছিল যে, খ এবং তাহার ছেলে-মেয়েদের একটি ব্যবস্থা হিসাবেই এই বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে। আদালত চুক্তিটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে যে, বার্ষিক বৃত্তির কোনো অংশেই স্বত্বনিয়োগীর কোনো অধিকার নাই।

৩২। পক্ষগণের ইচ্ছা সম্পর্কে অনুমান।- লিখিত চুক্তি সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে আদালত অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবে যে, চুক্তির সকল পক্ষের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিবেচনামূলক চুক্তি সম্পাদন করা।

৩৩। সংশোধনের নীতিসমূহ।- একটি দলিল সংশোধন করিবার সময় আদালত অনুসন্ধান করিতে পারিবে যে, দলিলটি কী অর্থে ছিল, এবং চুক্তির বৈধ ফলাফল সম্পর্কে কী অভিপ্রায় ছিল, এবং দলিলের ভাষা কিরূপ ছিল এই বিষয়ের মধ্যে অনুসন্ধান সীমিত থাকিবে না।

৩৪। সংশোধিত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরকরণ।- একটি লিখিত চুক্তি প্রথমে সংশোধিত হইতে পারিবে এবং অতঃপর বাদি যদি আরজিতে প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং আদালত উহা যদি যুক্তিসঙ্গত মনে করে, তাহা হইলে উহা সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যাইবে।

উদাহরণ

ক তাহার অ্যাটর্নি খ-কে খরচের টাকার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য লিখিতভাবে চুক্তি করেন। চুক্তিটি মক্কেলের নাম ও অধিকার ভুলভাবে ধারণ করে। উহা যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে উহা চুক্তির অধীন সকল অধিকার হইতে খ কে বঞ্চিত করিবে। আদালত যদি উপযুক্ত মনে করে, তাহা হইলে খ চুক্তি সংশোধন করিবার এবং নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ প্রদানের আদেশ পাইবার অধিকারী যেন উহা সম্পাদনের সময় উহাতে পক্ষগণের অভিপ্রায় ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

চুক্তি রদ

৩৫। বিচারপূর্বক রদ।- লিখিত চুক্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি উহা বাতিল করিবার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন এবং আদালত নিম্নবর্ণিত যে কোনো ক্ষেত্রে বিচারপূর্বক চুক্তি রদ করিতে পারিবে:-

(ক) যেক্ষেত্রে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য বা বাদি কর্তৃক পরিসমাপ্তিযোগ্য;

(খ) যেক্ষেত্রে আপাতত দৃশ্যমান নহে এমন কোনো কারণে চুক্তি অবৈধ, এবং বাদির তুলনায় বিবাদি বেশী দোষী;

(গ) যেক্ষেত্রে একটি বিক্রয় চুক্তি, অথবা একটি ইজারা গ্রহণের চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রি প্রদান করা হইয়াছে এবং ক্রেতা বা ইজারাগ্রহীতা আদালতের নির্দেশিত ক্রয়মূল্য বা অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

যখন ক্রেতা বা ইজারাগ্রহীতা চুক্তির বিষয়বস্তুর দখলে থাকেন, এবং আদালত যদি মনে করে যে, এইরূপ দখল অন্যায়, তাহা হইলে আদালত তাহাকে, এইরূপ দখলের কারণে অর্জিত ভাড়া বা মুনাফা, যদি থাকে, বিক্রেতা বা ইজারাদাতাকে ফেরত প্রদানের নির্দেশও প্রদান করিতে পারিবে।

এইক্ষেত্রে, আদালত, যে মামলায় ডিক্রি প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু উহা প্রতিপালন করা হয় নাই, সেই মামলায় আদেশ দ্বারা, কর্তব্যে অবহেলাকারী পক্ষের কারণে, অথবা সম্পূর্ণভাবে মামলার ন্যায় বিচারের স্বার্থে, চুক্তি রদ করিতে পারিবে।

উদাহরণ

দফা (ক) এর-

ক একটি মাঠ খ-এর নিকট বিক্রয় করেন। মাঠের উপর দিয়া যাতায়াত করিবার অধিকার সম্পর্কে ক-এর সরাসরি ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি উহা খ-এর নিকট গোপন রাখেন। খ চুক্তি রদ করিবার অধিকারী।

দফা (খ) এর-

ক, একজন [১][অ্যাডভোকেট], তাহার মক্কেল খ-কে, একজন হিন্দু বিধবা, খ-এর পাওনাদারগণকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি তাহার নিকট হস্তান্তর করিতে প্ররোচিত করেন। এইক্ষেত্রে পক্ষগণ সমভাবে দোষী নহে, এবং খ হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল রদ করিবার অধিকারী।

৩৬। ভুলের জন্য রদ।- একটি লিখিত চুক্তি শুধু ভুলের জন্য বিচারে বাতিল করা যাইবে না, যদিনা যে পক্ষের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হইতেছে সেই পক্ষকে চুক্তি না হইলে যে অবস্থানে থাকিতেন সেই অবস্থানে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

---

[১] "অ্যাটর্নি" শব্দের পরিবর্তে "অ্যাডভোকেট" বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩৭। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলায় বিকল্প হিসাবে রদের প্রার্থনা।- একটি লিখিত চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়েরকারী বাদি বিকল্প প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, চুক্তিটি যদি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইল উহা রদ করা হউক এবং বাতিল হিসাবে ত্যাগ করা হউক; এবং আদালত যদি চুক্তিটি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উহা রদ করিবার এবং সেই অনুসারে ত্যাগ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৮। আদালত রদকারী পক্ষকে ন্যায়পরায়ণতা করিবার আদেশ করিতে পারিবে।- চুক্তি রদের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে আদালত যে পক্ষকে এইরূপ প্রতিকার প্রদান করিয়াছেন, সেই পক্ষকে ন্যায় বিচারের স্বার্থে অপরপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

দলিল বাতিল

৩৯। যখন বাতিলের আদেশ প্রদান করা যাইবে।- যে কোনো ব্যক্তি যাহার বিরুদ্ধে লিখিত দলিল বাতিল বা বাতিলযোগ্য, তাহার যদি যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা থাকে যে, এইরূপ দলিল যদি অসম্পন্ন অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা তাহার গুরুতর ক্ষতির কারণ হইবে, তাহা হইলে তিনি উহা বাতিল বা বাতিলযোগ্য ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন, এবং আদালত উহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে সেইরূপ রায় প্রদান করিতে পারিবে এবং দলিল অর্পণ এবং বাতিলের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

যদি [১][রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮] এর অধীন দলিলটি নিবন্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রির একটি অনুলিপি সেই অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে যাহার অফিসে দলিলটি নিবন্ধিত হইয়াছে এবং এইরূপ অফিসার তাহার বইতে রক্ষিত দলিলের অনুলিপিতে উহার বাতিলে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ

(ক) ক একটি জাহাজের মালিক প্রতারণামূলকভাবে উহা সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া উহা একজন দায়গ্রাহক খ-কে ঐ জাহাজের বিমা করিতে প্ররোচিত করেন। খ বিমা পলিসি বাতিল করাইতে পারিবেন।

(খ) ক খ-কে জমি প্রদান করেন, যিনি উহা গ-এর নামে উইল করিয়া মারা যান। অতঃপর ঘ জমির দখল পান এবং এই মর্মে একটি জাল দলিল উপস্থাপন করেন যে, তাহার জন্য ট্রাস্টি হিসাবে খ বরাবর দলিল সম্পাদন করা হইয়াছিল। গ এই জাল দলিল বাতিল করাইতে পারিবেন।

(গ) ক তাহার জমির সকল প্রজা উচ্ছেদযোগ্য এই বর্ণনা প্রদান করিয়া খ-এর নিকট জমি বিক্রয় করেন এবং একটি দলিলের মাধ্যমে ১ জানুয়ারি, ১৮৭৭ তারিখ উহা খ-এর নিকট হস্তান্তর করেন। এই তারিখের পরপরই ১ অক্টোবর, ১৮৭৬ তারিখে ক প্রতারণামূলকভাবে গ-কে ঐ জমির অংশবিশেষ ইজারা প্রদান করেন এবং নিবন্ধন আইন অনুসারে ইজারা নিবন্ধন করা হয়। খ এই ইজারা বাতিল করাইতে পারিবেন।

(ঘ) ক একটি জাহাজ খ-এর নিকট বিক্রয় ও অর্পণ করিতে সম্মত হন যাহার জন্য খ-এর গৃহীত চারটি বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ৩০,০০০ টাকা প্রদান করিতে হইবে, যাহা ক গ্রহণ করিবে। বিলগুলি প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ প্রদান করা হয় নাই। ক একটি বিলের বিষয়ে খ-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। খ সকল বিল বাতিল করাইতে পারিবেন।

৪০। যখন দলিল আংশিকভাবে বাতিল করা যাইবে।- যেক্ষেত্রে একটি দলিল বিভিন্ন অধিকার বা বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার সাক্ষ্য হয়, সেক্ষেত্রে আদালত, যথাযথ মামলায়, উহা আংশিকভাবে বাতিল করিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট অংশকে বহাল রাখিতে পারিবে।

---

[১] "ভারতীয় নিবন্ধন আইন" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিবন্ধন আইন, ১৯০৮" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ২ ধারা এবং দ্বিতীয় তপশিলবলে প্রতিস্থাপিত।

উদাহরণ

ক, খ-এর নামে একটি বিল প্রণয়ন করেন, যিনি পৃষ্ঠাঙ্কনের মাধ্যমে গ-কে প্রদান করেন, যাহার দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কনের ফলে উহা ঘ-কে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ঘ পৃষ্ঠাঙ্কনের মাধ্যমে উহা ঙ-কে প্রদান করেন। গ-এর পৃষ্ঠাঙ্কন জাল ছিল। গ বিলটির অন্যান্য বিষয়ে বহাল রাখিয়া এইরূপ পৃষ্ঠাঙ্কন বাতিল করাইবার অধিকারী।

৪১। যে পক্ষের জন্য দলিল বাতিল করা হইয়াছে সেই পক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশদানের ক্ষমতা।- দলিল বাতিলের রায় প্রদানের সময় আদালত যে পক্ষকে এইরূপ প্রতিকার প্রদান করিয়াছে, সেই পক্ষকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে অপরপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘোষণামূলক ডিক্রি

৪২। মর্যাদা বা অধিকার ঘোষণা সম্পর্কে আদালতের সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা।- কোনো আইনগত পরিচয় অথবা কোনো সম্পত্তির অধিকারী কোনো ব্যক্তি, যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন যিনি এইরূপ পরিচয় বা অধিকারের বিষয়ে তাহার স্বত্ব অস্বীকার করেন অথবা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং আদালত উহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, তাহার এইরূপ অধিকার রহিয়াছে এবং এইরূপ মামলায় বাদির আর কোনো প্রতিকার দাবি করিবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপ ঘোষণার প্রতিবন্ধকতা।- তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বাদি শুধু স্বত্বের ঘোষণা ছাড়া আরও প্রতিকার পাইতে সমর্থ অথচ উহা চাওয়া হইতে বিরত রহিয়াছেন, সেক্ষেত্রে আদালত ঐইরূপ কোনো ঘোষণা প্রদান করিবে না।

ব্যাখ্যা- সম্পত্তির ট্রাস্টি এমন একটি স্বত্ব "অস্বীকার করিতে আগ্রহী ব্যক্তি" যিনি জীবিত নহেন এমন এক ব্যক্তির স্বত্বের প্রতিকূল এবং যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহার জন্য একজন ট্রাস্টি হইতেন।

উদাহরণ

(ক) ক আইনগতভাবে একটি নির্দিষ্ট জমির দখলে রহিয়াছেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা জমিটির মধ্য দিয়া যাতায়াতের অধিকার দাবি করেন। তাহারা ক এই মর্মে ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারেন যে, তাহারা এইরূপ দাবিকৃত অধিকারের অধিকারী নহেন।

(খ) ক তাহার সম্পত্তি এই মর্মে উইল করিয়া খ, গ এবং ঘ-কে প্রদান করেন যে, "আমার মৃত্যুর সময় যদি তাহারা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের সকলের মধ্যে উহা সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, এবং অতঃপর তাহাদের জীবিত সন্তানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে"। তাহাদের কোনো সন্তানই জীবিত নাই। ক-এর কার্যনির্বাহীর বিরুদ্ধে মামলায় আদালত ঘোষণা করিতে পারিবে যে, খ, গ ও ঘ সম্পত্তি দ্ব্যার্থহীনভাবে অথবা শুধু তাহাদের জীবনকালের জন্য গ্রহণ করিবেন, এবং তাহাদের অধিকার ন্যস্ত হইবার পূর্বেই সন্তানদের স্বার্থের বিষয়েও আদালত ঘোষণা করিতে পারিবে।

(গ) ক এই মর্মে একটি চুক্তি করেন যে, যদি তিনি কখনও এক লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হন, তাহা হইলে তিনি উহাকে নির্দিষ্ট ট্রাস্টে অর্পণ করিবেন। এইরূপ সম্পত্তি অর্জনের পূর্বে অথবা ট্রাস্টের অধীন কোনো ব্যক্তি উহার অধিকারী উহা নিরূপণের পূর্বে, অনিশ্চয়তার কারণে চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য তিনি মামলা দায়ের করেন। আদালত এইরূপ ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে।

(ঘ) ক খ-এর নিকট সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর করেন যাহাতে খ-এর শুধু জীবিত থাকা অবস্থায় স্বত্ব রহিয়াছে। গ-এর বিরুদ্ধে এই স্বত্ব হস্তান্তর অবৈধ, কারণ তিনি ভাবী উত্তরাধিকারী হিসাবে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী। আদালত গ কর্তৃক ক ও খ-এর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় ঘোষণা করিতে পারিবে যে, গ-এর তেমন অধিকার রহিয়াছে।

(ঙ) একজন পুত্রসন্তানহীন হিন্দু বিধবা দখলি সম্পত্তির একটি অংশের স্বত্ব হস্তান্তর করেন। আনুমানিকভাবে উক্ত বিধবার উত্তরজীবী হইলে যে ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির দখলের অধিকারী হইবেন তিনি স্বত্ব হস্তান্তরগ্রহীতার বিরুদ্ধে

আনীত মামলায় এমন ঘোষণা পাইতে পারেন যে, স্বত্ব হস্তান্তর বৈধ প্রয়োজন ব্যতীতই করা হইয়াছে এবং ফলে উহা বিধবার মৃত্যুর পর বাতিলযোগ্য।

(চ) সম্পত্তিতে দখলে থাকা একজন হিন্দু বিধবা তাহার মৃত স্বামীর জন্য একজন পুত্র দত্তক গ্রহণ করেন। আনুমানিকভাবে ঐ মহিলা পুত্রহীন অবস্থায় মারা যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির অধিকারী হইতেন, তিনি দত্তক পুত্রের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় দত্তক গ্রহণ অবৈধ মর্মে ঘোষণা পাইতে পারিবেন।

(ছ) ক নির্দিষ্ট সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন। খ তাহাকে ঐ সম্পত্তির মালিক দাবি করিয়া ক-কে উহা তাহার নিকট অর্পণ করিতে বলেন। ক সম্পত্তি নিজ দখলে রাখিবার অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা পাইতে পারিবেন।

(জ) ক তাহার সম্পত্তি উইল করিয়া খ-কে সমগ্র জীবনের জন্য এবং অবশিষ্ট স্বার্থ খ-এর স্ত্রী ও তাহার সন্তানকে, যদি থাকে, প্রদান করেন, কিন্তু খ যদি স্ত্রী-পুত্রহীন অবস্থায় মারা যান, তাহা হইলে উহা গ পাইবেন। খ-এর অনুমিত স্ত্রী ঘ ও সন্তান রহিয়াছে, কিন্তু গ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, খ ও ঘ কখনও আইনগত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। খ-এর জীবনকালে ঘ ও তাহার সন্তান গ-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে এবং এই ঘোষণা লাভ করিতে পারিবেন যে, তাহারা খ-এর প্রকৃত স্ত্রী ও সন্তান।

৪৩। ঘোষণার ফলাফল।- এই অধ্যায়ের অধীনে প্রদত্ত ঘোষণা শুধু মামলার পক্ষগণ, এবং তাহাদের মাধ্যমে দাবিদার ব্যক্তিগণের উপর, এবং, যেক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে কোনো ট্রাস্টি থাকেন, সেক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তিগণের উপর যাহারা ঘোষণার দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এইরূপ পক্ষগণ যাহাদের জন্য ট্রাস্টি হইতেন তাহাদের উপর, অবশ্য পালনীয় হইবে।

উদাহরণ

ক একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তাহার কথিত স্ত্রী খ এবং তাহার মাকে বিবাদি করিয়া দায়েরকৃত মামলায় তাহার বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে এই ঘোষণা প্রদান এবং তাহার দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ প্রদানের আবেদন জানান। আদালত সেইরূপ ঘোষণা ও আদেশ প্রদান করে। গ, খ কে তাহার স্ত্রী দাবি করেন এবং খ-কে উদ্ধার করিবার জন্য ক-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পূর্ববর্তী মামলায় প্রদত্ত ঘোষণা গ-এর উপর বাধ্যকর নহে।

সপ্তম অধ্যায়

রিসিভার নিয়োগ

৪৪। রিসিভার নিয়োগ ইচ্ছাধীন।- বিচারাধীন মামলায় রিসিভার নিয়োগ আদালতের ইচ্ছাধীন।

দেওয়ানি কার্যবিধির উল্লেখ।- তাহার নিয়োগের পদ্ধতি ও ফলাফল, এবং তাহার অধিকার, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

তৃতীয় খণ্ড

প্রতিরোধমূলক প্রতিকার

নবম অধ্যায়

সাধারণ নিষেধাজ্ঞা

৫২। প্রতিরোধমূলক প্রতিকার যেভাবে মঞ্জুর করা হয়।- আদালতের স্বীয় ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে, অস্থায়ী বা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে, প্রতিরোধমূলক প্রতিকার মঞ্জুর করা যায়।

৫৩। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।- অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা হইল এইরূপ নিষেধাজ্ঞা যাহা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অথবা আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকে। মামলার যেকোনো সময় ইহা মঞ্জুর করা যাইবে, এবং দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।- কেবল শুনানির পর এবং মামলার গুণাগুণের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত ডিক্রি দ্বারা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাইবে: ইহার মাধ্যমে বিবাদিকে চিরস্থায়ীভাবে এমন একটি অধিকার প্রয়োগ, অথবা এমন একটি কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হয় যাহা বাদির অধিকারের বিপরীতে হইবে।

দশম অধ্যায়

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

৫৪। যখন চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয়।- এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বা এই অধ্যায়ে উল্লিখিত অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, আবেদনকারীর পক্ষে বিরাজমান বাধ্যবাধকতা, প্রকাশ্য হউক অথবা অনুমিত হউক, ভঙ্গ করা নিরোধ করিবার জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাইবে।

যখন এইরূপ বাধ্যবাধকতা চুক্তি হইতে উদ্ভুত হয়, তখন আদালত এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

যখন বিবাদি বাদির সম্পত্তির অথবা ভোগদখলের অধিকার হস্তক্ষেপ করেন অথবা হস্তক্ষেপ করিবার হুমকি প্রদান করেন, তখন আদালত নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিতে পারিবে (যথা):-

(ক) যেক্ষেত্রে বিবাদি বাদির সম্পত্তির একজন ট্রাস্টি;

(খ) যেক্ষেত্রে অধিকার লঙ্ঘনের ফলে প্রকৃত ক্ষতি অথবা সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নাই;

(গ) যেক্ষেত্রে অধিকার লঙ্ঘন এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রতিকার করা যাইবে না;

(ঘ) যেক্ষেত্রে অধিকার লঙ্ঘনের ফলে কোনো ক্ষতিপূরণ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না;

(ঙ) যেক্ষেত্রে বিচার কার্যক্রমের সংখ্যাধিক্য নিরোধের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ট্রেডমার্ক একটি সম্পত্তি।

উদাহরণ

(ক) ক খ-কে নির্দিষ্ট জমি ভাড়া প্রদান করেন এবং খ সেখান হইতে বালি বা নুড়ি পাথর খনন না করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। খ-কে চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া খনন কাজ করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য ক মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(খ) একজন ট্রাস্টি ট্রাস্ট ভঙ্গ করিবার হুমকি প্রদান করেন। তাহার সহ-ট্রাস্টি, যদি থাকে, এবং সুবিধাভোগী মালিক, এইরূপ ভঙ্গ নিরোধের উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(গ) একটি পাবলিক কোম্পানির পরিচালকগণ মূলধন হইতে অথবা ঋণ করা অর্থ হইতে লভ্যাংশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেকোনো অংশীদার তাহাদেরকে উহা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ঘ) একটি অগ্নি ও জীবন বিমা কোম্পানির পরিচালকগণ নৌ-বিমা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেকোনো অংশীদার তাদেরকে উহা করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ঙ) ক একজন কার্যনির্বাহী, তাহার অসদাচরণ বা দেউলিয়া অবস্থার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলেন। আদালত তাহাকে সম্পদ পাওয়া হইতে বিরত রাখিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(চ) খ-এর ট্রাস্টি ক, ট্রাস্ট সম্পত্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ অযৌক্তিকভাবে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিক্রয় নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে খ নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন, যদিও আর্থিক ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ত প্রতিকার বিধান করে।

(ছ) ক খ ও তাহার সন্তানদের নামে একটি সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে (যাহা বিবাহ বা অন্য কোনো মূল্যবান প্রতিদানের ভিত্তিতে নহে)। অতঃপর ক ঐ সম্পত্তি গ-এর নিকট বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। খ অথবা তাহার যেকোনো সন্তান বিক্রয় নিরোধ করিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারির মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(জ) ক উকিল হিসাবে নিয়োজিত থাকিবার সময় তাহার মক্কেল খ-এর কতিপয় দলিল তাহার দখলে আসে। ক দলিলগুলো সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিবার অথবা ইহার বিষয়বস্তু একজন অপরিচিতের নিকট ফাঁস করিয়া দেওয়ার হুমকি প্রদান করেন। এইরূপ করা হইতে ক-কে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য জন্য খ মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ঝ) ক খ-এর চিকিৎসা উপদেষ্টা। ক খ-এর নিকট অর্থ দাবি করেন যাহা খ প্রদানে অস্বীকার করেন। অতঃপর ক রোগি হিসাবে খ যে সকল তথ্য উহার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন উহা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিবার হুমকি প্রদান করেন। ইহা ক-এর চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যের বিপরীত এবং তাহাকে এইরূপ কোনো কাজ করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে খ নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ঞ) দুইটি সংলগ্ন বাড়ির মালিক ক, খ-এর নিকট একটি বাড়ি ভাড়া দেয় এবং পরবর্তীতে গ-এর নিকট অপর বাড়িটি ভাড়া দেয়। ক ও গ, গ-কে ভাড়া দেওয়া বাড়ির পরিবর্তন সাধন করা আরম্ভ করিল, যাহা খ-কে ভাড়া দেওয়া বাড়ির শান্তিপূর্ণ ভোগ বাধাগ্রস্ত করে। খ তাহাদেরকে এইরূপ কাজ করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ট) ক নির্দিষ্ট চাষযোগ্য জমি চাষাবাদের জন্য, চাষাবাদের ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট চুক্তি ছাড়াই খ-এর নিকট ইজারা দেন। জমি যে জেলায় অবস্থিত উহার প্রথাগত চাষাবাদের রীতি উপেক্ষা করিয়া খ জমিটিতে এমন বীজ বপনের হুমকি দেন যাহা জমির জন্য ক্ষতিকারক এবং যাহা নির্মূল করিবার জন্য অনেক বৎসর সময় প্রয়োজন। ক জমি চাষ করিবার অনুমিত চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া জমিতে বীজ বপন হইতে খ কে নিবৃত্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ঠ) ক, খ ও গ অংশীদার, এবং অংশীদারিত্বের মেয়াদ অংশীদারগণের ইচ্ছাধীন। ক অংশীদারি সম্পত্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে একটি কাজ করিবার হুমকি প্রদান করেন। খ ও গ অংশীদারিত্ব ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আবেদন না করিয়া ক-কে কাজটি করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ড) ক একজন হিন্দু বিধবা, তাহার মৃত স্বামীর সম্পত্তির দখলে থাকাবস্থায় সম্পত্তির জন্য ধ্বংসাত্মক এমন কাজ করেন যাহা করিবার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী তাহাকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ঢ) ক, খ ও গ একটি অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের সদস্য। ক পারিবারিক সম্পত্তির উপর বর্ধনশীল বৃক্ষের গুড়ি কাটিয়া ফেলেন, এবং পারিবারিক বাড়ির অংশবিশেষ ধ্বংস এবং কিছু পারিবারিক তৈজসপত্র বিক্রয় করিবার হুমকি প্রদান করেন। খ ও গ তাহাকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ণ) ক, চট্টগ্রামে নির্দিষ্ট সংখ্যক বাড়ির মালিক, দেউলিয়া হইয়া পড়েন। খ সেইগুলি সরকারি স্বত্বনিয়োগীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া দখল গ্রহণ করেন। ক বাড়িতে ক্রমাগত অনধিকার প্রবেশ এবং বাড়ির ক্ষতিসাধন করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য খ বাধ্য হইয়া উল্লেখযোগ্য অর্থের বিনিময়ে উহার দখল সংরক্ষণ করিবার জন্য লোক নিয়োগ

করেন। পুনরায় অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য খ মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ত) একটি গ্রামের অধিবাসীগণ ক-এর জমির উপর দিয়া যাতায়াত করিবার অধিকার দাবি করেন। তাহাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় ক ঘোষণামূলক ডিক্রি লাভ করেন যে, তাহার জমি এইরূপ কোনো অধিকারের অধীন নহে। পরবর্তীতে গ্রামের অবশিষ্টদের প্রত্যেকেই জমির উপর দিয়া তাহাদের যাতায়াতের অধিকারে বাধা প্রদান করেন বলিয়া ক-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ক তাহাদেরকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(থ) ক একটি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মামলায় গ-এর সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ডিক্রি পান যে মামলায় পাওনাদার খ কোনো পক্ষ ছিলেন না। খ তাহার পাওনার জন্য গ-এর সম্পত্তির দিকে অগ্রসর হন। খ-কে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে ক নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(দ) ক ও খ সংলগ্ন জমি এবং ভূ-গর্ভস্থ খনির দখলদার। ক তাহার খনিতে খ-এর খনির সীমার নীচ পর্যন্ত খনন করেন এবং কতিপয় খুঁটি অপসারণের হুমকি প্রদান করেন যেগুলো খ-এর খনির ঠিকাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য খ মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ধ) ক একটি বাড়ির খুব নিকটে ঘণ্টা বাজায় বা কোনো অপ্রয়োজনীয় শব্দ করেন যে, উহা বাড়ির দখলদার খ-এর শারীরিক স্বস্তিতে উল্লেখযোগ্য এবং অযৌক্তিকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শব্দ হইতে ক-কে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য খ মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(ন) ক ধোঁয়া দ্বারা বাতাসকে এত দূষিত করেন যে উহা পার্শ্ববর্তী বাড়িতে বসবাসকারী খ ও গ-এর দৈহিক স্বস্তিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। খ ও গ দূষণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(প) ক খ-এর পেটেন্ট লঙ্ঘন করেন। আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে, পেটেন্ট বৈধ এবং উহা লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা হইলে খ এইরূপ লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইবেন।

(ফ) ক খ-এর গ্রন্থস্বত্ব হরণ করে। এই হরণ রোধের জন্য খ নিষেধাজ্ঞা পাইবেন, যদিনা যে পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব দাবি করা হইয়াছে উহা মানহানিকর বা অশ্লীল হয়।

(ব) ক অবৈধভাবে খ-এর ট্রেডমার্ক ব্যববার করেন। খ ব্যবহারকারীকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইবেন, যদি খ কর্তৃক ট্রেডমার্কটির ব্যবহার যথাযথ হইয়া থাকে।

(ভ) ক একজন ব্যবসায়ী, খ-কে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অনুমতি ছাড়া তাহার অংশীদার হিসাবে প্রচার করেন। ক-কে এইরূপ কাজ করা হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে খ নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা করিতে পারিবেন।

(ম) ক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, পারিবারিক বিষয়ে খ-এর নিকট একটি চিঠি লিখেন। ক ও খ-এর মৃত্যুর পর খ-এর অবশিষ্টাংশের উইলগ্রহীতা গ, ক-এর চিঠি প্রকাশ করিয়া কিছু অর্থ পাইবার প্রস্তাব করেন। ক-এর কার্যনির্বাহী ঘ-এর ঐ চিঠিতে স্বত্ব রহিয়াছে এবং তিনি গ-কে উহা প্রকাশ করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা করিতে পারিবেন।

(য) ক একটি কারখানা পরিচালনা করেন এবং খ উহার সহকারী। তাহার ব্যবসা চলাকালে ক খ-কে একটি মূল্যবান গোপন পদ্ধতি জানাইয়া দেন। পরবর্তীতে খ ক-এর নিকট অর্থ দাবি করেন এবং এই হুমকি প্রদান করেন যে, তাহার দাবি প্রত্যাখ্যান করা হইলে তিনি পদ্ধতিটি প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদনকারী গ-এর নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন। পদ্ধতি ফাঁস করা হইতে খ-কে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে ক নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মামলা করিতে পারিবেন।

৫৫। আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞা।- যখন, একটি বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ রোধকল্পে, কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য করা আবশ্যক হয় যাহা আদালত কর্তৃক কার্যকরযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে

যে বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করিবার অভিযোগ করা হইয়াছে উহা রোধ করিবার জন্য, এবং প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করিতে বাধ্য করিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক, নূতন দালানের দ্বারা, আলোর গমনাগমন ও ব্যবহারের পথে এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন যাহার উপর খ [১][তামাদি আইন, ১৯০৮] এর চতুর্থ খন্ডের অধীন অধিকার অর্জন করিয়াছেন। খ শুধুমাত্র ক-কে দালান নির্মাণের কাজ হইতে বিরত রাখিবার জন্যই নহে বরং খ-এর আলোর পথে নির্মাণের যতখানি বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যও নিষেধাজ্ঞা পাইবেন।

(খ) ক একটি বাড়ির ছাদের প্রান্তভাগ খ-এর জমির উপর দিয়া নির্মাণ করেন। খ তাহার জমির উপর ছাদের যতটুকু প্রান্তভাগ পড়িয়াছে ততটুকু ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারির উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(গ) ধারা ৫৪ এর (ঝ) উদাহরণের ক্ষেত্রে আদালত, রোগি হিসাবে খ তাহার চিকিৎসা উপদেষ্টা ক-এর সহিত যে লিখিত যোগাযোগ করিয়াছেন, উহা ধ্বংস কবিবার আদেশও প্রদান করিতে পারিবে।

(ঘ) ধারা ৫৪ এর (ম) উদাহরণের ক্ষেত্রে আদালত ক-এর চিঠিটি ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(ঙ) ক খ সম্পর্কে এমন বিবৃতি করিবার হুমকি প্রদান করেন যাহা [২][দন্ডবিধির] একবিংশ অধ্যায়ের অধীন শাস্তিযোগ্য। আদালত উহা প্রকাশ করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিতে পারিবে, যদিও উহা খ-এর সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকর নহে।

(চ) ক খ-এর চিকিৎসা উপদেষ্টা হিসাবে তাহার নিকট প্রেরিত খ-এর লিখিত চিঠি প্রকাশ করিবার হুমকি প্রদান করেন যাহার মাধ্যমে দেখানো যাইবে যে, খ অনৈতিক জীবনযাপন করিয়াছেন। এই প্রকাশনা প্রতিরোধ করিবার জন্য খ নিষেধাজ্ঞা লাভ করিতে পারিবেন।

(ছ) ধারা ৫৪ এর (ফ) ও (ব) উদাহরণ এবং এই ধারার (ঙ) ও (চ) উদাহরণের ক্ষেত্রে আদালত যথাক্রমে, উল্লিখিত গ্রন্থস্বত্ব হরণ দ্বারা প্রস্তুতকৃত গ্রন্থ এবং ট্রেডমার্ক, বিবৃতি ও চিঠিপত্র প্রত্যর্পণ বা ধ্বংস করিবার আদেশও প্রদান করিতে পারিবে।

৫৬। যখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা হয়।- নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাইবে না-

(ক) যে মামলায় নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হইয়াছে সেই মামলা দায়ের করিবার পূর্বের কোনো অনিষ্পন্ন বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম স্থগিত রাখিবার উদ্দেশ্যে, যদিনা মামলাধিক্য রোধ করিবার জন্য এইরূপ নিবৃত্তি প্রয়োজন হয়;

(খ) যে আদালতে নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হইয়াছে সেই আদালতের অধীনস্থ আদালত ব্যতীত অন্য কোনো আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করিবার জন্য;

(গ) মানুষকে আইন প্রণয়ন বিষয়ক কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য;

(ঘ) সরকারের কোনো বিভাগের সরকারি কর্তব্যে অথবা বিদেশি সরকারের কোনো সার্বভৌম কাজে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য;

---

১ "ভারতীয় তামাদি আইন" শব্দগুলির পরিবর্তে "তামাদি আইন, ১৯০৮" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "পাকিস্তান দন্ডবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে "দন্ডবিধি" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঙ) কোনো ফৌজদারি কার্যধারা স্থগিত রাখিবার জন্য;

(চ) সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না এইরূপ চুক্তি ভঙ্গ নিরোধের জন্য;

(ছ) উৎপাতের অজুহাতে এমন কোনো কাজ নিরোধ করিবার জন্য যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট নহে যে উহা উৎপাতের পর্যায়ে পড়ে।

(জ) একটি ক্রমাগত লঙ্ঘন নিরোধ করিবার জন্য যাহাতে আবেদনকারী মৌন সম্মতি প্রদান করিয়াছেন;

(ঝ) ট্রাস্ট ভঙ্গের মামলা ব্যতীত অন্যান্য মামলায় যখন সমপরিমাণ ফলপ্রসূ প্রতিকার নিশ্চিতভাবেই অন্য কোনো সাধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পাওয়া যায়;

(ঞ) যখন আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধির আচরণ এমন হয় যে, উহা তাহাকে আদালতের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করে।

(ট) যেক্ষেত্রে মামলার বিষয়বস্তুতে আবেদনকারীর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না।

উদাহরণ

(ক) ক তাহার ব্যবসায়ের অংশীদার খ-কে অংশীদারি দেনা ও লাভ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেন। দেখা যায় যে, ক অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠানের বইগুলো নিজ দখলে রাখিয়াছেন এবং খ-কে দেখাইতে অস্বীকার করেন। আদালত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিবেন।

(খ) ক 'পেটেন্ট প্লাম্বাগো ক্রুসিবল' নামে মুচি (crucibles) তৈরি ও বিক্রয় করেন, যদিও উহা প্রকৃতপক্ষে কখনও পেটেন্ট ছিল না। খ বিনা অনুমতিতে নাম হরণ করেন। ক এই হরণ নিরোধ করিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইবেন না।

(গ) ক 'মেক্সিকান বাম' নামে একটি জিনিস বিক্রয় করেন এবং প্রচার করেন যে, উহা দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় উপাদান সহযোগে প্রস্তুত এবং এর নিজস্ব ঔষধি গুণ রহিয়াছে। খ একই ধরনের জিনিস বিক্রয় করা শুরু করেন এবং ইহার এইরূপ নাম এবং বিবরণ প্রদান করেন যে, জনগণ এই বিশ্বাসেই উহা কিনতে থাকে যে, তাহারা ক-এর মেক্সিকান বাম কিনছেন। ক, খ-এর বিরুদ্ধে সেই জিনিস বিক্রয় হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করেন। খ দেখাইলো যে, ক-এর মেক্সিকান বাম সুগন্ধমিশ্রিত শুকরের গলিত চর্বি ব্যতীত কিছুই নহে। ক কর্তৃক প্রদত্ত বাম ব্যবহারের বিবরণ সৎ নহে এবং তিনি নিষেধাজ্ঞা পাইবেন না।

৫৭। নেতিবাচক চুক্তি প্রতিপালনে নিষেধাজ্ঞা।- ধারা ৫৬ এর দফা (চ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে একটি চুক্তি নির্দিষ্ট কাজ করা এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট কাজ না করিবার সম্মতির সমন্বয়ে গঠিত, সেইক্ষেত্রে আদালত ইতিবাচক চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে বাধ্য করিতে অসমর্থ হইলেও নেতিবাচক কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হইতে নিবৃত্ত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী, তাহার যতটুকু অবশ্যপালনীয়, চুক্তির ততটুকু পালনে ব্যর্থ হন নাই।

উদাহরণ

(ক) ক ব্যবসার স্থান ব্যতীত একটি নির্দিষ্ট ব্যবসার সুনাম খ-এর কাছে ১০০০ টাকায় বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন এবং আরও সম্মত হন যে, তিনি চট্টগ্রামে ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না। খ ক-কে ১০০০ টাকা প্রদান করেন, কিন্তু ক চট্টগ্রামে তাহার ব্যবসা পরিচালনা করিতে থাকেন। আদালত ক-কে তাহার ক্রেতাদের খ-এর নিকট পাঠাতে বাধ্য করিতে পারিবে না; কিন্তু খ, ক-কে চট্টগ্রামে ব্যবসা পরিচালনা হইতে বিরত রাখিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইবেন।

(খ) ক খ-এর নিকট নির্দিষ্ট ব্যবসার সুনাম বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হন। অতঃপর ক খ-এর দোকানের নিকটেই একই ধরনের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং পুরাতন ক্রেতাদের তাহার নিকট আহ্বান করেন। ইহা তাহার অনুমিত

চুক্তির বিপরীত। ক-কে পুরাতন ক্রেতাদের আহ্বান জানানো হইতে বিরত রাখিতে এবং এমন কোনো কাজ, যাহার ফলে খ-এর নিকট হইতে সুনাম প্রত্যাহার হয়, উহা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য খ নিষেধাজ্ঞা পাইবেন।

(গ) ক খ-এর সহিত বারো মাসের জন্য খ-এর থিয়েটারে গান গাইবার এবং অন্য কোথাও জনসম্মুখে গান না গাইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। খ গান গাওয়ার বিষয়ে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি পাইবার অধিকারী নহেন, কিন্তু তিনি ক-কে অন্য কোথাও জনসম্মুখে গান গাওয়া হইতে বিরত রাখিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইবার অধিকারী।

(ঘ) খ ক-এর সহিত বারো মাসের জন্য বিশ্বস্ততার সহিত কেরানি হিসাবে কাজ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ক চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি পাইবার অধিকারী নহেন কিন্তু তিনি খ-কে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের কেরানি হিসাবে কাজ করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা পাইবার অধিকারী।

(ঙ) ক খ-এর সহিত এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন যে, খ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট দিনে ১০০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে তিনি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ব্যবসা আরম্ভ করিবেন না। খ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হন। নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে ক-কে ব্যবসা পরিচালনা হইতে বিরত রাখা যাইবে না।

তপশিল।- [সংশোধনী আইন, ১৮৯১ (১৮৯১ সনের ১২ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।]